তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি,—এ বড় অপরাধ ॥ ১১৫ ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১১৬ ॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ১১৭ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম-প্রেম দান করায় প্রেমের মহাবন্যা উদিত হইল। মায়াবাদী, নিন্দক প্রভৃতি কয়েকপ্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পলাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করত শুদ্ধভক্তি প্রচারপূর্ব্বক সেই সকল লোককে শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসীধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে একত্রে পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ-সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শনরূপ সুকৃতিবলে তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়নপূর্ব্বক কৃপা দান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাবদান্যতা-বর্ণন ঃ—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত, সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

'বন্দে গুরূন্'-শ্লোকের ছয়তত্ত্বের মধ্যে 'গুরু'-তত্ত্ব ব্যতীত পঞ্চতত্ত্বের বিচারারম্ভ ; অভেদ-সত্ত্বেও রসাস্বাদন-জন্য পঞ্চ ভেদ ঃ—

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরার্থহীন ব্যক্তির মহদর্থ-সাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।

৩। প্রথম পরিচ্ছেদে দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরু-ভেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছি। "বন্দে গুরূনীশভক্তান্"-শ্লোকোক্ত ছয়তত্ত্ব। এখন এই শ্লোকে গুরুতত্ত্ব বাদে আর পাঁচ তত্ত্বের বিচার করিতেছি।

অনুভাষ্য

১। অগত্যেকগতিম্ (অগতীনাম্ আশ্রয়ান্তর-রহিতানাম্ একা অনন্যাগতিঃ শরণং তথাভূতং) হীনার্থাধিকসাধকং (অর্থেন পরমার্থেন হীনাঃ বঞ্চিতাঃ হীনার্থাঃ, প্রয়োজনানি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদয়ো বা, তেভ্যঃ অধিকং মহত্তমং পঞ্চম-পুরুষার্থ-রূপং কৃষ্ণপ্রেম তস্য সাধকং প্রদাতারং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য) প্রেমভক্তি-বদান্যতা (কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-প্রদানরূপ-মহাকারুণ্যং) লিখ্যতে (বর্ণ্যতে)।

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের শেষ শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্ত-শক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

৫। শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নীরস ভাবের ব্যতিক্রমে

স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দনই সর্ব্বেশ্বর ; যত বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ধাম-সেবোপকরণ, জীব ও প্রধান, সকলেই কৃষ্ণ-সেবক ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিকশেখর ॥ ৭ ॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥

সেই কৃষ্ণই গৌর ঃ—

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বর হইয়াও বশ্যভাবময় ঃ—

একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর ।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন-জন্যই কৃষ্ণের 'ভক্তরূপে' গৌরাবতার ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥

নিতাই—'ভক্তস্বরূপ', অদ্বৈত—'ভক্তাবতার' ঃ—

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি ।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১২ ॥
'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য্য গোসাঞি ।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥ ১৩ ॥

নিতাই ও অদ্বৈত,—দুই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর গৌর ঃ—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন ।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥

তিন তত্ত্ব—আরাধ্য, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম তত্ত্ব—আরাধক ঃ—

এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি ।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি ॥১৫॥

শ্রীবাসাদি—ভক্ততত্ত্ব ঃ—

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

সারস্যের উদ্দেশে লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর বিবিধশক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ', 'ভক্তাবতার, 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধ-ভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ-ভেদবিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ' ও 'ভক্তাবতার'ই 'স্বয়ং', 'প্রকাশ' ও 'অংশ'রূপে প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণসমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুত্বে পরস্পর ভেদযোগ্য নহে। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য'—উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন-লীলার অভাব ঘটে।

৬। ভক্ত-রূপ-স্বরূপকং (ভক্তভাবময়ঃ শুদ্ধকলেবরঃ নিজা-স্বাদকপরঃ শ্রীগৌরঃ, ভ্রাতৃস্বরূপধৃক্ নিত্যানন্দশ্চ ক্রমেণ রূপং স্বরূপঞ্চ যস্য সঃ তং), ভক্তাবতারম্ (অদ্বৈতং), ভক্তাখ্যং (শান্তদাস্যাদিরসাশ্রিতং শ্রীবাসাদি), ভক্তশক্তিকং (শ্রীগদাধর-দামোদর-রামানন্দাদি) পঞ্চতত্ত্বাত্মকং (পঞ্চানাং তত্ত্বানাং আত্মা স্বরূপং যস্য তং) কৃষ্ণং (কৃষ্ণচৈতন্যদেবং) নমামি।

১০। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্"—এই শ্রুতি-মন্ত্রের উদ্দিষ্ট অসংখ্য চিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর,—শ্রীচৈতন্য-দেব। মায়াবাদিগণ অণুচিৎ শক্তিসমূহকে বিভুচিৎ-এর সহিত সমন্বয় করিতে গিয়া যেরূপভাবে ভ্রান্ত হন, তাহা দূরীকরণের জন্য এই পদ্যের অবতারণা। শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) ভজনীয় বস্তু-বিচারে তাঁহারই সেবাভাবময় বিগ্রহ ধারণ করেন। ঐ ভগবদ্বিগ্রহকে কেহ যেন জড়ভোগের বিষয়-বিগ্রহ ভাবিয়া প্রপঞ্চান্তর্গত জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত মনে না করেন। এইজন্য, শ্রীচৈতন্যবিগ্রহকে কেবল প্রপঞ্চান্তর্গত সাধক-বিগ্রহ বলা হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকটিত বলিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়েই সেই রসবিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদব স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও সেবকোচিত লীলা-প্রদর্শনকারী,—ভোক্তার লীলা-প্রদর্শনকারী নহেন। তমোময় দর্শনে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যন্ত্রবিশেষ মনে করা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

১১। নিখিল মাধুর্য্যাশ্রয় কৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি এই যে, তিনি স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয় বা পূজকের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক বিষয়-সেবাস্বাদনে রত। তবে, শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয়-ভাবময়বিগ্রহ মাত্র নহেন—তিনি স্বয়ংরূপ বস্তু।

১৪-১৫। পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে আমরা শ্রীমহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদধীন 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া জানিতে পারি। পরমেশ্বর ও ঈশ্বরপ্রকাশ-দ্বয়,—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইঁহারা অপর সকল তত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ ভক্ততত্ত্ব—এই উভয়েই 'আরাধক'-তত্ত্ব। 'আরাধ্য' সেবকরূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক'- তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত।

গদাধরাদি—শক্তিতত্ত্ব ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥

চারিতত্ত্ব লইয়া প্রভুর বিহার, প্রচার, আস্বাদন ও দান ঃ—

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসের নিত্য আস্বাদন ও বিতরণ ঃ—

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণে পাত্রাপাত্র-বিচারাভাব ঃ—

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥

প্রেমের বিতরণ-ফলে হ্রাসের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি ঃ—

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥

প্রেমবন্যায় জগৎ মগ্ন ঃ—

উছলিল প্রেমবন্যা, চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলি ডুবায় ॥ ২৫ ॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিরসে মজ্জনহেতু জীবের কর্ম্মবীজ-বিনাশ ঃ—

জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০-২১। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই প্রেমভাণ্ডার, তাহা জগতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ভাণ্ডার দ্বারবদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিল। শ্রীচৈতন্যাবতারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভগ্ন করত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া লুটপাটের সহিত প্রেম আস্বাদন করিলেন।

অনুভাষ্য

১৬-১৭। অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্বমধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তিতত্ত্ব মধুররসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। তটস্থ হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্জন্য মধুররসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-রসাশ্রিত হন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র আদিতে এই কথা পরিস্ফুট হইয়াছে,—"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।। আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে।। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।। রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি।।"

'শুদ্ধভক্ত' ও 'অন্তরঙ্গ-ভক্তে'র বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীরূপপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে সাধক-জীবের ক্রমোৎকর্ষ এরূপ লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬-২৭। প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা প্রবলবেগে সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বদ্ধজীবদিগের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া গেল।

অনুভাষ্য

তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা, প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।"

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি, তিনটী—শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্ত—ইঁহারাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত ; কেবল মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। মধুর-রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে।। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত।

১৮-১৯। শ্রীমহাপ্রভু—তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার পুরুষাবতারের অবতার এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত,—সকলকে লইয়াই স্বয়ং প্রেম-আস্বাদনরূপ নিত্য বিহার এবং জগতে কীর্ত্তনপ্রচার-রূপ প্রেম দান করেন।

২৭। ভগবানের তটস্থাখ্য জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভোগবাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধনদ্বারা বদ্ধজীবকে অহঃরহঃ ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি-উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ

প্রেমের বর্ষণফলে প্রেমরস-বৃদ্ধি ঃ—

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরসে বঞ্চিত ঃ—

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥

অহৈতুক-কৃপাসিন্ধুর তাহাদের উদ্ধারের চিন্তা ঃ—

তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

পতিত বঞ্চিত জীবের উদ্ধার-জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩৪ ॥

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, তার্কিক-নিন্দকাদি বঞ্চিত দলের উদ্ধার ঃ—

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। মায়াবাদী—প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ। সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। 'ব্রহ্ম'কে 'মায়ার অতীত' বলিয়া 'ঈশ্বরকে' 'মায়াসঙ্গী' করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহং-বুদ্ধি—মায়া-নির্ম্মিত, এরূপ বলে ; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, 'শুদ্ধজীব' বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করে ; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়—এরূপ শিক্ষা দেয়।

কর্ম্মনিষ্ঠ—দেবানন্দাদি ভক্তিহীন কর্ম্মিগণ। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-গণ অথাৎ যাহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে।

কুতার্কিকগণ—সার্ব্বভৌমাদি নিরীশ্বর তার্কিকগণ। নিন্দক—যাহাকে প্রভু দণ্ড লইয়া তাড়ন করিয়াছিলেন এবং গোপাল-চাপাল প্রভৃতি প্রভু ও প্রভু-ভক্তের নিন্দকগণ।

পাষণ্ডী—ভগবানের সহিত অন্যান্য দেবতার সমতা-ব্যাখ্যাকারিগণ।

অধম পড়ুয়া—যে-সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্ণয় করে এবং বিদ্যা যে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়, তাহা জানে না।

অনুভাষ্য

ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতলবারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগবাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্গম-সম্ভাবনা রহিল না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতরণফলে উদ্দেশ্য সফল হইল দেখিয়া সকলেই উল্লসিত হইলেন। শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে উহা এরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—"স্ত্রী-পুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা, যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।"

৩৩। মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে 'মায়া' আছে,—এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসী ব্যক্তিই 'মায়াবাদী'। ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ে কর্ম্ম ও তৎফলভোগবাধ্যতা আছে, এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসী ব্যক্তিই 'কর্ম্মনিষ্ঠ'। ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ে অজ্ঞান-জন্য তর্কের স্থান আছে,—এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি জনগণই 'কুতার্কিক' ; ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ে নিন্দার যোগ্যতা আছে,—এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিই 'নিন্দক' ; ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের সহিত অপর মায়িক বস্তুর সাম্য আছে,—এরূপ ভ্রান্তমতি ব্যক্তিই 'পাষণ্ডী' ; এবং ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের সহিত অপর জড়ভোগ্য বিষয়ের তুল্যতা আছে,—এরূপ ভ্রান্ত অধ্যয়নশীল জনগণই 'অধম পড়ুয়া'। ইহারা সকলেই প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল যাহাতে তাহাদিগকে কোনমতে স্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পলাইয়া গেল দেখিয়া, শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রেমবিমুখ চতুর্ব্বর্গাভিলাষী জড়প্রকৃতি মানবগণের পরম-শ্রদ্ধেয় চতুর্থাশ্রমের ভূষণ স্বীকার করিতে অভিলাষ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মায়ামুগ্ধ বিষয়িগণের বিশ্বাসে চতুর্থাশ্রমই যে উপাদেয় আদর্শ—ইহাই বিচার করিলেন।

৩৪। আশ্রমী চারিপ্রকার,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। প্রত্যেক আশ্রমের চারিটী করিয়া ভেদ আছে। ভাগবতে—(৩।১২।৪২-৪৩) শ্লোক—"সাবিত্র্যং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহত্তথা। বার্ত্তাসঞ্চয়শালীন-শিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে।। বৈখানসা বালিখিল্যৌডুম্বরাঃ ফেণপা বনে। ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্ব বহ্বাদো হংস-নিষ্ক্রিয়ৌ।।" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য চারিপ্রকার—(১) সাবিত্র্য (উপনয়নাবধি গায়ত্রী-অধ্যয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র-ব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য),

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

তাহাদের অপরাধ-মোচন এবং ভক্তিলাভ ঃ—

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৭ ॥

সকল জীবের উদ্ধারের জন্য উপায়াবিষ্কার ঃ—

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥

কাশীর মায়াবাদী ব্যতীত সকল মানবের উদ্ধার ঃ—

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। প্রভু সন্ন্যাস করিবামাত্রই কুতার্কিক, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক, পাষণ্ডী ও অধম পড়ুয়াগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদাশ্রয় করিলেন এবং অনেক ম্লেচ্ছগণও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল ; কেবল বারাণসীধামের মায়াবাদিগণ প্রেমবন্যা হইতে পলাইয়া রহিল।

অনুভাষ্য

(২) প্রাজাপত্য (উপনয়নাবধি বর্ষব্যাপি ব্রতপালনপর ব্রহ্মচর্য্য), (৩) ব্রাহ্ম (উপনয়নাবধি বেদত্রয়গ্রহণকাল-ব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য), (৪) বৃহৎ (উপনয়নাবধি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য) ; প্রথম তিনটী 'উপকুর্ব্বাণ' এবং শেষ 'নৈষ্ঠিক'-নামে পরিচিত। গৃহস্থ চারিপ্রকার—(১) বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ-কৃষ্যাদি-বৃত্তি), (২) সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), (৩) শালীন (অযাচিত-বৃত্তি), (৪) শিলোঞ্ছন (পতিত-কণিকাশন-বৃত্তি)। বাণপ্রস্থ চারিপ্রকার—(১) বৈখানস (অকৃষ্টপচ্য-বৃত্তি), (২) বালিখিল্য (নবান্নপ্রাপ্তে পূর্ব্বান্নত্যাগ-বৃত্তি), (৩) ঔডুম্বর (শয্যোদয়ে যে দিক্ দেখিবেন, তদ্দিগানীত দ্রব্যগ্রহণকুশল), (৪) ফেণপ (স্বতঃপতিত ফলে জীবনধারণ)। সন্ন্যাসী চারি প্রকার—(১) কুটীচক (স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধান), (২) বহূদক (ত্যক্তকর্ম্ম জ্ঞানাভ্যাস-প্রধান), (৩) হংস (জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ), (৪) নিষ্ক্রিয় (পরমহংস বা প্রাপ্ততত্ত্ব)। সন্ন্যাস দ্বিবিধ—ধীর ও নরোত্তম ; (ভাঃ ১।১৩।২৬-২৭)—"গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ। অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ 'ধীর' উদাহৃতঃ।। যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স 'নরোত্তমঃ'।।" শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দের মাঘমাসের শুক্লপক্ষে শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ের কাটোয়াস্থিত শ্রীকেশব-ভারতী দণ্ডিস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহারা দক্ষিণ-দেশীয় শৃঙ্গেরী মঠাধীন।

৩৬। আদি, ৭ম পঃ ৩৩ সংখ্যার অনুভাষ্য-শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥ ৪০ ॥

মায়াবাদিগণের প্রভুনিন্দা ঃ—

সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত-শ্রবণ, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪১ ॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর উহাকে উপেক্ষা ও মথুরায় গমন ঃ—

উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য

৩৯। "কাশীর মায়াবাদী"—অক্ষজজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জগৎ দর্শন করেন, তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় বলিয়া 'মায়া-রচিত' বলেন। 'তত্ত্ববস্তু মায়াতীত হইলেও তাঁহাতে নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিলাস নাই, উহা কেবল চিন্মাত্র'—এরূপ বিচারনিপুণ ব্যক্তিগণই "কাশীর মায়াবাদী"। 'সরনাথের মায়াবাদিগণ' বা 'বোধগয়ার মায়াবাদিগণ' ব্রহ্মের মায়া স্বাকীর করেন না। তাঁহাদের বিচারে অচিন্মাত্রবাদই সিদ্ধ। 'কাশীর মায়াবাদী' ও তদ্ব্যতীত অন্যস্থানের মায়াবাদিগণ,—সকলেই প্রকৃতিবাদী—উহারা কেহই 'ব্রহ্ম বা তত্ত্ববাদী' নহেন। কাশীর মায়াবাদিগণ মুখে আপনাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া অভিহিত করিলেও ব্রহ্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। সমন্বয়বাদসূত্রে ব্রহ্ম ও মায়াকে অভিন্ন বলিয়া জানেন। মায়াবাদিগণ ভক্তি-যোগমায়ার সন্ধান রাখেন না বলিয়াই তাঁহারা অভক্ত ও কৃষ্ণভক্তিবিমুখ। মায়াবাদিগণের হৃদ্গত অনুভাব এই যে, নিত্যা ভক্তির যাবতীয় কথা, ভজনীয় বস্তু ও ভক্ত—সকলেই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অধীন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, বাস্তব-সত্য-বিচারে সেই কথার কোন মূল্য নাই। মায়াবাদিগণ পরস্পর যতই কুতর্ক বা বিবাদ উপস্থাপিত করুন না কেন, বাস্তবসত্যের নিকট অভিগমন না করায় তত্ত্ববস্তু ও তাঁহার চিদ্বৈচিত্র্য তাঁহাদের কাল্পনিক বিচারের অধীন হন না।

৪১। "সন্ন্যাসী তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ 'গান', 'নর্ত্তন' ও 'বাদন'-কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন এবং সর্ব্বদা বেদান্তানুশীলন করিবেন" —এই স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধির অনুকূলে, শ্রীমহাপ্রভুকে শাঙ্কর-মায়াবাদ শ্রবণ করিতে না দেখিয়া, পক্ষান্তরে কৃষ্ণগানাদিমত্ত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া কাশীর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ মনে করিয়াছিলেন। শঙ্করকথিত "বেদান্ত-

চন্দ্রশেখরগৃহে অবস্থান ঃ—

কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর ।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসী ত্যাগ করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা ঃ—

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীসনাতনের শিক্ষা ঃ—

সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা ।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ।
শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের নিবেদন ঃ—

ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন ।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥
"কতেক শুনিব প্রভু, তোমার নিন্দন ।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥" ৫১ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥

বিপ্রের প্রার্থনা ঃ—

আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
"এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥" ৫৫ ॥

প্রভুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ ঃ—

প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥
সে বিপ্র জানেন, প্রভু না যা'ন কা'র ঘরে ।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥

সন্ন্যাসি-মণ্ডলীমধ্যে প্রভুর গমন ঃ—

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে ।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

প্রভুর দীনতা ঃ—

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ও পাষণ্ডমোহন ঃ—

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
মহাতেজোময় বপু কোটীসূর্য্যভাস ॥ ৬০ ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উক্তি ঃ—

প্রকাশানন্দ-নামে সন্ন্যাসি-প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥
"ইঁহা আইস, গোসাঞি, শুনহ শ্রীপাদ ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥" ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৪৬। বৈদ্য চন্দ্রশেখর—শূদ্রবর্ণ। শূদ্রবর্ণের ঘরে সন্ন্যাসিগণের রাত্রিযাপন উচিত নয়, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার বাটীতে রহিলেন ; কারণ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; তাঁহার কৃপার নিকট ব্রাহ্মণ, শূদ্র—সকলেই সমান। তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন স্বীকার করেন, কোনস্থলেই অন্য সন্ন্যাসিদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না।

অনুভাষ্য

বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—লক্ষণ না দেখিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ও গৃহব্রতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-প্রসঙ্গ-সম্বন্ধে, মধ্য ২৫শ পঃ ৫-১৬৯ সংখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৪৫। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীচন্দ্রশেখর 'শৌক্র-বৈদ্য' বলিয়া উল্লিখিত আছেন। তৎকালে, শৌক্র-বৈদ্যগণ ও শৌক্র-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। তথাপি প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণ করায়, তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত সেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

ব্রাহ্মণেতর সকলবর্ণই 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। পরে বর্ত্তমান-শতাব্দীতে ব্রাত্য-সংস্কার আশ্রয় করিয়া কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যগণ বৈশ্যের সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশসমূহে বৈষ্ণব-বিশ্বাসানুগমনে ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশে ঠাকুর কৃষ্ণদাস ও নবনী হোড়ের বংশে এবং শ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেবের বংশে ব্রহ্মণ্যের আদর্শ উপনয়ন-সংস্কার আজ তিন চারিশত বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইঁহারা অদ্যাপি বিপ্রাদি সকল বর্ণের দীক্ষা-গুরুর কার্য্য ও শালগ্রামাদির অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন।

প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি হই হীন-সম্প্রদায় ।
তোমা-সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায় ॥" ৬৪ ॥

প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসা ঃ—

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া ।
বসাইলা সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥
পুছিল,—"তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬ ॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে ।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন ।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম ॥ ৬৯ ॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥" ৭০ ॥

প্রভুর শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপদেশ-মতে,—যে-সকল ব্রাহ্মণ দশনামিদলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারাই জগন্মান্য 'বৈদিক সন্ন্যাসী' বা যথার্থ শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাসী।

অনুভাষ্য

৬৪। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম' ও 'সরস্বতী'—এই তিন সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমহাপ্রভু 'ভারতী'-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে উচ্চসম্প্রদায়স্থিত বলিয়া বিচার করিলেন ; অথবা ব্রহ্মসন্ন্যাসি-গণের সামাজিক-মর্য্যাদা তাঁহারা নিজেরাই উচ্চ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর অমানিত্ব ও মানদত্ব-ধর্ম্ম জানাইতে গিয়া আপনাকে হীনসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান করিলেন। শাঙ্কর-সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ এখনও অপর সন্ন্যাসিগণকে 'সন্ন্যাসী' বলিতে চান না,কেবল 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা দিয়া আপনাদিগকে 'গুরু' অভিমান করিয়া থাকেন।

৬৬। কেশব ভারতী—বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৬৯। আদি, ৭ম পঃ ৪১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৭১। বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বাস্তব-বস্তুবিগ্রহ-শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্তপাঠের অধিকারি-নির্ণয়ে প্রচার করিয়াছেন যে,—তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন, স্বয়ং অমানী ও অপরকে মানপ্রদানকারী জনগণই শ্রৌতপথের অধিকারী। গুরুর শ্রীমুখকীর্ত্তিত শ্রবণকারীর শ্রুতবাক্যের কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনেই প্রয়োজন-ফলোদ্গম হয়। শ্রৌতবাক্যের যে অংশে ভজনীয় বাস্তব-বস্তুবিজ্ঞান কীর্ত্তিত, তাহা শ্রৌতশাস্ত্রের সর্ব্বব্যাপক আকরস্থানীয় মূল অংশী। সেই অংশীর অভ্যন্তরে যাবতীয় অংশের প্রতীতি ও অপ্রতীতি অবস্থিত। ভজনীয়-বস্তুর অনুশীলনকারী ভক্ত স্বীয় ভজনাবলম্বনে ভজনীয়-বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেখানে ভজনবৃত্তির শিথিলতা, তথায় অংশীর অনুশীলনের পরিবর্ত্তে বস্তুর আংশিক অনুশীলন। ভজনবৃত্তির শিথিলতাক্রমে ভজনীয়-বস্তুর সহিত তদাশ্রিত শক্তির যে বিচ্ছিন্ন ভাব—উহাই আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি বা হরিসেবা-বিমুখতা।

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তের নিরপেক্ষ, নির্ম্মল আচরণ উপদেশ করিতে গিয়া বেদান্তের চরমপরিণতি-বিষয়ে যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে এস্থলে শিষ্যব্রুব চতুর্দ্দশভুবনপতির নিরভিমানবশে উক্তি। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্তজনগণ গুরুপাদপদ্ম-সেবায় অনধিকারী—ব্রহ্মসূত্র-পঠনের অনধিকারী। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অভক্ত ভজনীয়-বস্তুর অনুশীলনের চেষ্টা করিতে গিয়া ভজনকারী গুরুর সেবা ত্যাগ করেন। সে-স্থলে সেবকের স্ব-স্বরূপ নিরূপণে ভ্রান্তি-প্রতিষেধার্থ গুরুরূপী ভগবানের শিষ্যের নির্ম্মল স্বরূপবর্ণনকালে তাহার মূর্খতার অভিব্যক্তি। শ্রীগুরুদেব যেরূপ সরল ভাষায় শিষ্যের মঙ্গলের জন্য শিষ্যের অনধিকারিতা-বিষয়ে বলেন, তাহাতে শিষ্যে আপেক্ষিক দোষ স্পর্শ করে না। ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই শিষ্যের মূর্খতা। মূর্খের ঔচিত্যধর্ম্ম শিষ্যে নিত্য বর্ত্তমান। সেই স্বরূপের সহিত স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় কপটতা-পূর্ব্বক শিষ্যাভিমান করিয়া আমাদের শিষ্যপ্রতিম জনগণকে মুখে 'গুরু' বলিয়া প্রতারণা করি ; তাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। বেদসকল যাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত, সেই বেদান্তবেদ্য পুরুষে অক্ষজজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবেই মূর্খ। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিমূঢ় ব্যক্তি যে বেদশাস্ত্রের বাস্তব অধিষ্ঠান দর্শন করেন, তাহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ও অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যে-কাল পর্য্যন্ত না জীবের দৃশ্য-জগতের গুণময় অভিমান অন্তর্হিত হয়, তৎকালাবধি তাহার যে পরিচ্ছিন্ন, অনুপাদেয়, পরিবর্ত্তনশীল অক্ষজজ্ঞান বিরাজমান, উহা মূর্খতারই অন্তর্গত।

'মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার ।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার ॥ ৭২ ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য ঃ—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

কলিযুগে কৃষ্ণনামই একমাত্র উপাস্য ঃ—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ৭৪ ॥

হরের্নাম শ্লোক ঃ—

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য

বেদান্তাধিকারী—বৃহৎ ও পালক বিষ্ণুবস্তুরই সেবক। পরিচ্ছিন্ন বস্তু প্রভৃতির সেবা অতিক্রম না করিলে কেহই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারের ব্রহ্মসূত্র ও জ্ঞানাধিকারের ব্রহ্মসূত্রের পঠন-পাঠন-অধিকারে—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরস-বিগ্রহ অপ্রাকৃত-চিন্তামণি কৃষ্ণনামে অধিকার হয় না ; তাহাতে যাঁহার অধিকার, তাঁহার পুনরায় অক্ষজজ্ঞানে বেদান্তাধিকার লাভ করিতে হয় না।

নামভজনে অনধিকারী ব্যক্তিগণ নাম-নামীতে অভিন্ন বুদ্ধি-রহিত হইয়া মায়াবাদী বৈদান্তিক হইবার চেষ্টা করেন। তাহারাই অপ্রাকৃত-বিচারে শ্রীগুরুদেবের ভাষায় পরম মূর্খ। অধিরোহ-বাদাবলম্বনে বেদান্তানুশীলন-ফলে মূর্খতা বা জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার প্রকৃতপক্ষে নামাধিকারীরই বেদান্তের পরপারে নিত্যাবস্থিতি। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্ত-পস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" ইত্যাদি শ্লোক এবং "ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।।" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

মূঢ় সাহজিক সম্প্রদায় স্বীয় বৈষ্ণবব্রুবত্বাভিমানে বেদান্তকে অহংগ্রহোপাসক কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচরণ-ভূমিকা জ্ঞান করেন। কিন্তু 'বেদান্ত' বৈকুণ্ঠ-হরিজনেরই একমাত্র বিচরণভূমি। চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্র-বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুগমনে যে-সকল বৈদান্তিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিহারের বিষয় নহে,—এই সরল কথাটী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝিতে পারে না। তজ্জন্য তাহারা প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে জ্ঞানমিশ্র ও কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধভক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া নিরয়গামী হয় এবং স্বয়ং মায়াবাদী ও বিষ্ণুসেবা-রহিত হইয়া পড়ে। অক্ষজজ্ঞানে বেদান্তাধিকারে কৃষ্ণ-মন্ত্র-জপের সার্থকতা উপলব্ধির বিষয় হয় না। যাহারা অক্ষজ-জ্ঞানে বিমুগ্ধ, তাহারাই সংসারে ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ। ভোক্তা ও ভোগ্য—এই তত্ত্বদ্বয় তাহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া বাহ্য বিষয়ে মননবৃত্তিকে সংযত করিতে দেয় না।

৭৩। যে কালে জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তৎকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজ-সেবায় প্রবৃত্ত হন। মুকুন্দসেবাই বাহ্যজগতের চেষ্টা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় ও উপেয়। মন্ত্র জপ করিতে করিতে অপ্রাকৃতানুভূতিক্রমে বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া পঞ্চবিধ রতির কোন একপ্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রসসেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয়ের আস্বাদন করেন। তাদৃশ অনুষ্ঠান উপাধিদ্বয়ের ভোগমাত্র নহে। নাম-নামী অভিন্ন,—এই দিব্যজ্ঞানলাভের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তব বস্তু সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই সদ্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধন-পদদ্বারা অবাধে সেবন করিতে যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে। এইসকল কথা মূর্খ আমি, শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসোক্ত "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্" প্রভৃতি নামভজনের সোপানরূপ শ্রীমদ্ ভাগবতাদির অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বিচার, নামসেবার তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু, এবং মায়াপ্রয়াস-রহিত জনেরই একমাত্র জ্ঞেয়—ইহাই গুরুপাদপদ্ম হইতে লভ্য দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি সাম্বন্ধিক-বিচারে মূর্খ, কিন্তু সেবোন্মুখ হইয়াই বদ্ধমোক্ষবিদের চেষ্টা আমাতে দেখিতে পাইতেছি। 'কৃষ্ণনাম'-শব্দে এস্থলে নামাভাস বা নামাপরাধ উদ্দিষ্ট হয় নাই।

৭৪। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিনযুগে শ্রৌতপন্থার আদর ছিল, কলিকালপ্রবৃত্তির সহিত অশ্রৌত বা তর্কপন্থা উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তব-সত্যের অবরোহণ-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-প্রাবল্যে তর্কপন্থার উদ্ভব—উহা শ্রুতিবিরোধী। কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠবস্তু বলিয়া বাস্তব-বস্তু কৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তববস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, বৈকুণ্ঠনামও তদ্রূপ। কৃষ্ণেতর প্রাকৃত-নামের সহিত তিনি পৃথক্ হইলেও স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্তু। এই নামে তর্কপন্থীর কোন অধিকার

বৃহন্নারদীয়-বচন (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥' ৭৬ ॥

নামগ্রহণের ফল ঃ—

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

নামগ্রহণের ফলে নিজাবস্থা-দর্শনে বিস্ময় ঃ—

পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥
'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি, কিবা তার বল ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন ।'
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। কলিতে হরিনাম বৈ আর গতি নাই ; হরিনামই একমাত্র গতি।

অনুভাষ্য

নাই। একমাত্র নামভজনেই স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঔপাধিক ধর্ম্মদ্বয় নিরস্ত হয়। এইজন্য তর্কপন্থার প্রাবল্যের দিনে অন্যপ্রকার কুণ্ঠধর্ম্ম-সমূহ তর্কপন্থায় বাধাপ্রাপ্ত। কেবল স্বয়ং নামই তর্কপন্থিগণের তর্কাতীত নামী বস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুর নামই প্রাকৃত ভোগচিন্তাপর মননধর্ম্ম হইতে জীবকে ত্রাণ করিতে সমর্থ বলিয়া উহা সর্ব্বমন্ত্রসার। জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া—তর্ক-পন্থাধীন ; বৈকুণ্ঠবস্তু তাদৃশ নহে। সেই বৈকুণ্ঠ-নামের অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত। মায়াবাদিগণ অক্ষজজ্ঞানে বস্তুর নাম, রূপ ও গুণে ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক দ্বৈতবিচারের হেয়ত্বে অধঃপাতিত হন। এই জন্য তাঁহাদের উপদেষ্টা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-বিচার হইতে মুক্ত করেন। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত নামাপরাধদ্বারা কখনই অক্ষজ ভোগময় তর্কপন্থা হইতে অবসর পাওয়া যায় না।

৭২-৭৪। মন্ত্রমাহাত্ম্য (নারদপঞ্চরাত্রে)—"ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ। সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্। সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ।।" (কলিসন্তরণো-পনিষদ)—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।" মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমধ্বধৃতবচনম্—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।"

'কৃষ্ণমন্ত্র' ও 'কৃষ্ণনাম' সম্বন্ধে শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪ সংখ্যায়)—"ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ ; তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ,

অনুভাষ্য

শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদান-সমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা ? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।"

'যদি বল,—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক ; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামানু-গত্য-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি-ঋষিগণ-কর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যভাবাপেক্ষারহিত নামসমূহ আছেন, তাহাই পরমপুরুষার্থ-ফল পর্য্যন্ত দানে সমর্থ। তাহা হইলে নাম অপেক্ষা যে মন্ত্র অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, নামকীর্ত্তনকারীর সেই মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কেন?" তদুত্তরে বলিতেছেন,—যদিও নাম-কারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদিসম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য-সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ-শব্দের 'ম'কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ন'কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি, অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিফলে জীবের অপ্রাকৃতানুভূতি-লাভ। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও 'নামাষ্টকে'—'অয়ি মুক্তকুলৈ-রুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন।

৭৬। [সত্যযুগে ধ্যানরূপা গতিঃ], কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব ; [ত্রেতায়াং যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরযজনরূপা গতিঃ], কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব ; [দ্বাপরে অর্চ্চনরূপা গতিঃ],

কৃষ্ণনামের ধর্ম্ম ঃ—

'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥

চতুর্ব্বর্গ ও কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু ।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণনামের ফল ঃ—

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের ধর্ম্ম ঃ—

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ ৮৭ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায় ।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য ।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪-৮৬। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ', 'কাম', 'মোক্ষ',—এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ। কৃষ্ণপ্রেম—পঞ্চমপুরুষার্থ। তাহার একবিন্দুর সহিত মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দাদির তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কৃষ্ণনামের 'ফল' নয়। সর্ব্বশাস্ত্রমতে, কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের একমাত্র ফল।

অনুভাষ্য

কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব। [বিশেষতঃ] কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্ত্যেব (অন্য-সাধনানাং নিরর্থকত্বাৎ)।

৮৩। শ্রীগুরুদেব নাম গান করিলে সেই শ্রীনাম শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুসরণে শ্রুত শ্রীনামকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক জপের দ্বারা পূজা করা হয়। শ্রীনাম পূজিত হইলে তিনি স্বয়ং স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া নামজপকারীকে কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করেন। এই সময়েই তিনি নাম গান করিয়া সমগ্র জগৎকে শিষ্য করিতে সমর্থ হন। জগৎ নামকীর্ত্তনের শাসনপ্রভাবে কৃষ্ণনাম-জপ আরম্ভ করে। জপিতে জপিতে জপকারীর হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও কীর্ত্তন প্রভৃতি নামভজনপ্রণালী পরিস্ফুট হয়। কেহ কেহ মূঢ়তাবশতঃ "হরে কৃষ্ণ" ষোল নাম—বত্রিশ অক্ষরকে মহামন্ত্র না জানিয়া কেবল-মাত্র জপ্যমন্ত্র-বিচারে সেই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে কৃত্রিমভাবে বাধা প্রদান করে। তজ্জন্য, প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি কৃষ্ণনাম গান করিয়া ভক্তের সহিত কৃষ্ণনামের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন ; তাদৃশ কীর্ত্তন-ফলে জগতের লোকসকল কৃষ্ণনামের উপদেশ লাভ করেন। নামশ্রবণ, নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নামস্মরণ হয়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণনামজপ-প্রভাবে কৃষ্ণবস্তুতে সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়—উহাই 'ভাব' নামে কথিত। জাতভাব জনগণ অবিদ্যাবন্ধনগ্রস্ত অনর্থযুক্ত নহেন। তাঁহারা জাতরতি, সুতরাং

অনুভাষ্য

সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মিলনে উদিত রসের আস্বাদন করেন। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই 'প্রেমা'।

কৃষ্ণনাম—মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ—'মন্ত্র' নামে খ্যাত। ভগবন্নাম 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৮৪। কৃষ্ণপ্রেমা জীব-প্রয়োজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ জীবের প্রয়োজনের সহিত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমার তুলনা করিলে তারতম্যে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর লভ্যবস্তুকে নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে পারা যায়। নশ্বর উপাধি-গত অস্মিতায়, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম অবস্থিত। ভগবৎপ্রেম—আত্মার নিত্য, অবিকৃত ধর্ম্ম ; তজ্জন্য ভুক্তিমুক্তি-রূপ চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজন-বিচারের মূল্য প্রেমার তুলনায় কিছুই নয়।

৮৮। কৃষ্ণপ্রেমহীন অভক্তগণ যে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও গীতাদিতে উন্মত্ত হয়, উহা তাহাদিগের অমঙ্গল-প্রাপ্তিরই পরিচয় মাত্র। কৃত্রিম শারীর ও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ভজনশীলের সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য বিষয়। আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির উদয়ে যে ভাব ও প্রেমা উপস্থিত হয়, তাহাতেই হাস্য, ক্রন্দন, গান, নৃত্য এবং উৎকণ্ঠা উদিত হয়। এ সবই সেবোন্মুখের অকৃত্রিম চেষ্টা। অজাতপ্রেমা ব্যক্তির ভক্তের উচ্চপদবী গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা জগতে অনর্থ বা জঞ্জাল আনয়ন করে।

শ্রীজীবপ্রভু প্রীতিসন্দর্ভে (৬৬ সংখ্যায়)—"ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি ; কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দা-পরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি।" ** (৬৯ সংখ্যায়)—'তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকম্। কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্য্য-

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥ ৯২ ॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
ভাগবতের সার এই—বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

মহাভাগবতের অবস্থা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

গুরুর আজ্ঞায় ভজনে দৃঢ় চেষ্টা ঃ—

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি' ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি ॥ ৯৫ ॥

ভজনফলে স্বতঃকর্ত্তৃত্বময় শ্রীনামপ্রভুর কৃপা ঃ—

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায় ।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ-বশতঃ শ্লথহৃদয় হন ; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।

অনুভাষ্য

পরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্য্যঞ্চ। অতএবানিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্।"

ভগবৎপ্রেমরূপা বৃত্তি কখনই মায়াময়ী নহে, পরন্তু আনন্দ-রূপা স্বরূপশক্তি ; যেহেতু শ্রীভগবান্‌ও আনন্দপরাধীন। তাহা হইলে এইপ্রকার প্রীতির লক্ষণই চিত্তের দ্রবতা এবং তৎফলে রোমহর্ষাদি। কিয়ৎপরিমাণে চিত্তদ্রব বা রোমহর্ষাদি-সত্ত্বেও আশয়-শুদ্ধি না হইলে ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই বুঝিতে হইবে। 'আশয়-শুদ্ধি' অর্থে অন্য তাৎপর্য্য পরিত্যাগ এবং প্রীতি-তাৎপর্য্য। অতএব 'অহৈতুকী' ও 'স্বাভাবিকী' ইহার বিশেষণ।

৯২। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের দৃষ্টিতে অধিকার লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই শ্রীগুরুদেব সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ভজনপরায়ণ হরি-জনের সহিত নৃত্য, গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদিতে অধিকার প্রদান করেন। তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের পদানুসরণে স্বীয় ভজনজ্ঞানে জগদুদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনধিকারী জনগণ নির্জ্জনে কৃষ্ণনাম জপ করিবেন। ঐরূপ উপাসনায় অন্যের সহিত সঙ্গাদি নাই। অধিকার-লাভ হইলেই জনসঙ্গ অশুভফল আননয়ন করিতে পারে না ; পক্ষান্তরে, বহির্ম্মুখজনগণও নামের কৃপালাভে সমর্থ হন। এতৎপ্রসঙ্গে—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" বা "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

৯৪। শ্রীনারদের নিকট বসুদেব ভগবদ্ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করায় শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক ঋষভপুত্র নবযোগেন্দ্র ও বিদেহরাজ নিমির উপাখ্যান-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি' নিমিরাজকে বলিলেন,—

এবংব্রতঃ (শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপং সেবনব্রতং যস্য সঃ) স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্ত্যা (স্বস্য প্রিয়স্য ভগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিনা) জাতানুরাগঃ (জাতঃ অনুরাগঃ যস্য সঃ জাতরতিঃ, অতএব) দ্রুতচিত্তঃ (উৎকণ্ঠিতহৃদয়ঃ) উন্মাদবৎ লোকবাহ্যঃ (লোকানাং বাহ্যঃ হাস্যনিন্দাস্তুত্যাদিষু অপেক্ষারহিতঃ সন্) উচ্চৈঃ হসতি, অথো রোদিতি, রৌতি (ক্রোশতি), গায়তি, নৃত্যতি চ।

৯৫-৯৬। শ্রীগুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া যে-সকল ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের বিপর্য্যয় করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করেন না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"—এই শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে আনুগত্যসূত্রে তাঁহার গুরুর আদেশ পালন না করিয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করেন নাই। তাদৃশ কৃষ্ণনামপ্রভুর কীর্ত্তন স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নৃত্য ও গান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকে জড়পদার্থ-জ্ঞানে অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-বশে কৃষ্ণনামকে তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলী-জ্ঞানে শ্রীনামসেবার পরিবর্ত্তে নামের প্রভু হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে গমন করে, তাহারা ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগবশে পিত্তবৃদ্ধি করাইয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য আনয়ন করে মাত্র।

আমি হিতাহিত-বিবেকহীন মূর্খ ; বেদান্তের শুদ্ধ অর্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত মায়াবাদ-কুতর্ক আসিয়া পাছে আমার নৈসর্গিক ভজনবৃত্তি বিনষ্ট করে—এই আশঙ্কায় আমার শাঙ্কর-ব্যাখ্যাযুক্ত বেদান্তে অধিকার নাই জানিয়া, কৃষ্ণ-মন্ত্রজপ-দ্বারাই সংসারের অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি এবং তৎফলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। বিবাদময় কলিকালে নামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এইসকল আজ্ঞা শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া নামগ্রহণফলে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে, চতুর্ব্বর্গ-ফলাকাঙ্ক্ষিগণের ক্ষুদ্র আশা অপেক্ষা

ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পার্থক্য ঃ—

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয় (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ৯৮ ॥

সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তির ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও প্রশ্ন ঃ—

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥

তথাপি ভক্তিতে সামান্য, কিন্তু মায়াবাদে দৃঢ় শ্রদ্ধা ঃ—

"যে কিছু কহিলে তুমি, সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥" ১০১ ॥

এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন।
"দুঃখ না মানিহ যদি, করি নিবেদন ॥" ১০২ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের নম্রতা ঃ—

ইহা শুনি' বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসির গণ।
"তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে, তোমার বচন ॥" ১০৫ ॥

বেদান্তসম্বন্ধে প্রভুর মত ও ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে, "বেদান্ত সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। খাতোদক—খালের অল্প জল।

৯৮। হে জগদ্‌গুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মালয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র।

অনুভাষ্য

পরমোপাদেয় পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাধিকার লাভ হইলে জীবের যে কল্যাণ হয়, তাহার তুলনা নাই। জাত-প্রেম ব্যক্তি স্বভাবক্রমে লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, গান ও নর্ত্তন প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাকেই 'ভাগবতজীবন' বলিয়া জানিয়াছি। কৃত্রিমভাবে কাপট্যের আশ্রয়ে আমি কোন কার্য্য করি নাই। গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীনামই আমাকে কৌপীনধারী বৈদান্তিকগণের গাম্ভীর্য্যের প্রতিপক্ষে গায়ক ও নর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে আমার নিজের কার্য্যকারকতা অর্থাৎ স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা অল্পই—সবই শ্রীনামপ্রভুর কৃপা।

৯৭। আদি, ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩-৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। হে জগদ্‌গুরো, ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (তৎ তব সাক্ষাৎকরণেন দর্শনজনিতেন যদাহ্লাদঃ স এব বিশুদ্ধঃ মলরহিতঃ অব্ধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ স্থিতস্য) মে (মম) ব্রাহ্মাণি (ব্রহ্মানুভব-জনিতানি) সুখানি অপি গোষ্পদায়ন্তে (গোষ্পদ-বিলস্থ-জলবৎ প্রতীয়ন্তে)।

অনুভাষ্য

১০১। মায়াবাদিগণ শ্রীশঙ্করপাদের শারীরক-ভাষ্যের উদ্দিষ্ট-শাস্ত্রকেই 'বেদান্ত' বলেন ; অর্থাৎ 'বেদান্ত' বলিতে শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ তাঁহাদের আচার্য্যের কৃত কেবলাদ্বৈত-মতমূলক ভাষ্যতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন। সদানন্দযোগী-কৃত 'বেদান্তসারে'—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।।" বস্তুতঃ 'বেদান্ত' বলিলে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় সকলেই বেদান্তাচার্য্য, কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বি-মায়াবাদী নহেন। ভেদদর্শন-রহিত হইয়া কেবলাদ্বৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহো-পাসনা, তাদৃশ মায়াবাদপন্থিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন না ; পরন্তু কেবলাদ্বৈত-বিচারই যে নির্দ্দোষ বেদান্তমত, তাহা বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণে প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা যে অনিত্যসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মায়াবাদিগণের সন্তুষ্টি হয়, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণভক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জন্য উহাও 'অভক্তি' বলিয়া তাঁহাদের সন্তোষ।

১০৬। সূত্র—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।" (স্কন্দ ও বায়ুপুরাণে)। বেদান্তসূত্র—(১) ব্রহ্মসূত্র, (২) শারীরক, (৩) ব্যাসসূত্র, (৪) বাদরায়ণ-সূত্র, (৫) উত্তর-মীমাংসা ও (৬) বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত চতুরধ্যায়ী, যোড়শপাদ-বিশিষ্ট সূত্রাকারে গ্রথিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক পাদে কতিপয় অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণে পঞ্চাবয়ব-ন্যায় বর্ত্তমান,—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন ; অপর ভাষায়—"একো বিষয়-

(১) ঈশ্বর-বাক্য—দোষ-চতুষ্টয়-রহিত ঃ—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ১০৭ ॥

(২) অভিধা (মুখ্যা)-বৃত্তিতে সবিশেষতত্ত্ব ভগবান্ই বেদান্তবেদ্য ঃ—

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

গৌণবৃত্তিতে রচিত অসুরমোহন শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণে সর্ব্বনাশ ঃ—

গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৯ ॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা ।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য

সন্দেহঃ পূর্ব্বপক্ষাবভাষকঃ। শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ।।"

বিভিন্ন ভাষ্যমতে,—ইহার ১৬২-২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ-বিভাগ লক্ষিত হয় ; সূত্র-সংখ্যা—৫২০-৫৬০ পর্য্যন্ত।

'বেদান্ত'-শব্দে কোষকার 'হেমচন্দ্র' বলেন,—ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদংশই 'বেদান্ত'—বেদাবশিষ্ট বা বেদ-শেষভাগ অর্থাৎ বেদসমূহের অন্ত। বেদের চরমোদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও 'বেদান্ত'। উপনিষৎ প্রমাণস্বরূপে যে শাস্ত্র ব্যবহৃত এবং তদুপকারক যে সূত্রাদি, তাহাও 'বেদান্ত'। 'বেদান্ত-সূত্রকে' প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম 'ন্যায়-প্রস্থান' বলা হয়। উপনিষদ্-গুলি—'শ্রুতিপ্রস্থান', এবং গীতা-ভাগবত-পুরাণাদি—'স্মৃতি-প্রস্থান'।

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস হইতে বেদসমূহ প্রপঞ্চে আগত। শ্রীনারায়ণ-কথিত বেদবিস্তার-শাস্ত্রকেই 'সাত্বত-পঞ্চরাত্র' বলে। শ্রীনারায়ণের আবেশাবতার শ্রীব্যাস বা কাহারও মতে (শঃ ভাঃ ৩।৩।৩২) 'অপান্তরতমা' ঋষি বেদান্তসূত্রের গুম্ফনকারক। পঞ্চরাত্র ও বেদান্তে একই অভিমত প্রকাশিত আছে,—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি। শ্রীব্যাস-রচিত বলিয়া ইহাকেও শ্রীনারায়ণেরই বাক্য বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীব্যাসদেব সূত্র-রচনাকালে আরও সাতজন ঋষির প্রণীত বেদান্ত-মতের সমালোচনা করিয়াছেন ; যথা—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔডুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরী। এতদ্ব্যতীত পারাশরী ও কর্ম্মন্দীভিক্ষু-সূত্রদ্বয়ও শ্রীব্যাসের রচিত সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়দ্বয়ে 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান, তৃতীয় অধ্যায়ে 'অভিধেয়' সাধন-ভক্তি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রয়োজন-ফল' ভগবৎপ্রেমের কথাই বর্ণিত। সূত্রকার ব্যাসের রচিত অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যূনাধিক অনুগত বৈষ্ণবচার্য্যচতুষ্টয়-প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহা-দিগের সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ-রচিত বহুবিধ টীকায় বেদান্তের ভগবদ্ভজন-তৎপরতা কথিত আছে। বিষ্ণুভক্তিরহিত নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপর সম্প্রদায়েও এই বেদান্তসূত্রের আদর পরিলক্ষিত হয়। এই বেদান্তের মায়িক বিচারমুখে যে-সকল ভাষ্যাদি ও তদনুগত টীকা এবং সন্দর্ভাদি পাওয়া যায়, সেইগুলি বিষ্ণুসেবা-রহিত, বাস্তব-সত্য হইতে ভেদ-বিচারযুক্ত।

১০৭। আদি, ২য় পঃ ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮-১০৯। মুক্তিকোপনিষদে (৩০-৩৯)—"ঈশকেনকঠ-প্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডূক্য-তিত্তিরিঃ। ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।। ব্রহ্মকৈবল্যজাবালশ্বেতাশ্বো হংস আরুণিঃ। গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুর্নাদশিরঃ শিখা।। মৈত্রায়ণী কৌষিতকী বৃহজ্জাবালতাপনী। কালাগ্নিরুদ্রমৈত্রেয়ী সুবালক্ষুরিমন্ত্রিকা।। সর্ব্বসারং নিরালম্বং রহস্যং বজ্রসূচিকম্। তেজো নাদধ্যানবিদ্যা-যোগতত্ত্বাত্মবোধকম্।। পরিব্রাট্ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নির্ব্বাণ-মণ্ডলম্। দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাহ্বয়ম্।। রহস্যং রাম-তপনং বাসুদেবঞ্চ মুদ্গলম্। শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষুমহচ্ছারী-রকং শিখা।। তুরীয়াতীতসন্ন্যাসপরিব্রাজাক্ষমালিকা। অব্যক্তৈ-কাক্ষরং পূর্ণা সূর্য্যাক্ষ্যধ্যাত্মকুণ্ডিকা।। সাবিত্র্যাত্মা পাশুপাতং পরং-ব্রহ্মাবধূতকম্। ত্রিপুরাতপনং দেবী ত্রিপুরা কঠভাবনা। হৃদয়ং কুণ্ডলী-ভস্মরুদ্রাক্ষগণদর্শনম্।। তারসারমহাবাক্যপঞ্চব্রহ্মাগ্নি-হোত্রকম্। গোপালতপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকম্।। শাঠ্যায়নী হয়গ্রীবং দত্তাত্রেয়ং চ গারুড়ম্। কলিজাবালিসৌভাগ্যরহস্যে-ক্তাশ্চমুক্তিকা।।"—এই ১০৮ খানি উপনিষৎ।

'মুখ্যবৃত্তি'-শব্দে অভিধা-বৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা কোষ-ব্যাক-রণাদি-প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয়, তাহা 'অভিধা'। 'গৌণবৃত্তি'-শব্দে লক্ষণা-বৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা প্রয়োজনবশতঃ বা বহুপ্রয়োগ-বশতঃ প্রকৃত অর্থসম্বন্ধীয় অন্যার্থের বোধ হয়, তাহা 'লক্ষণা'।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। উপনিষদ্—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদশিরোমণি উপনিষৎ।

সূত্র—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ১৬ পাদ। এই দুইটীই শাস্ত্রমধ্যে প্রধান।

১০৮-১১০। এই প্রধানশাস্ত্র, মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তিদ্বারা যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাহাই পরম মহৎ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌণবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যে ভাষ্য লিখিয়া-

(৩) চিদ্বিলাস-বৈভবময় ভগবান্‌ই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১১১ ॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার' ॥ ১১২ ॥

তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার এবং বিষ্ণুদেহাদিকে মায়িক-বিকার বলাই 'মায়াবাদ' ঃ—

চিদানন্দ—দেহ, তাঁর স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে,—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

আদেশপালক শঙ্করের দোষ না থাকিলেও তদ্ভাষ্য-শ্রবণে জীবের সর্ব্বনাশ ঃ—

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

মায়াধীশ বিষ্ণুকে মায়িক-জ্ঞানই পাষণ্ডতা ঃ—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ছেন, তাহা শ্রবণ করিলে পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যের নাশ হয়। যদি বল, সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করস্বামী এরূপ অবৈধ কার্য্য কেন করিলেন? তবে শুন। তিনি ঈশ্বর-আজ্ঞায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার দোষ নাই; যথা পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।। ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে।। বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ।।" শিবপুরাণে ভগবদ্বাক্য—"দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।।"

অনুভাষ্য

ভাষ্য,—যথা, "সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্ব-পদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।।"

উপনিষৎ এবং সূত্রের প্রতিপাদ্য সবিশেষ-তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ—উহা মুখ্যা (অভিধা) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদী গৌণী (লক্ষণা) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তাহা 'তত্ত্ববাদের' পরিবর্ত্তে 'মায়াবাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদ্বৈত-বিচারদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবার পরেই 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের 'তত্ত্ববাদ', শ্রৌত-পথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু অভিধা-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তার্থকে আদর করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাষ্যে লিখিয়াছেন, তাহাদ্বারা সর্ব্বনাশ হয়। যথা পদ্মপুরাণে,—"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্। কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্ম-জীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।।"

অন্ত্য, ২য় পঃ ৯৪-৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত 'বেদান্তসারে'—"বস্তু সচ্চিদা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১-১১৫। বিষয়টী পাঠ করিবামাত্র যে অর্থ মুখ্যরূপে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে 'মুখ্যার্থ' বলা যায়। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" (৫।১)—ইতি বৃহদারণ্যকে; "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ", "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং" (৬।৬), "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (৩।৮), "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ" (৬।৭), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (৩।১২), "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (৬।৮) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি ঋগ্বেদে; "স ঈক্ষাংশ্চক্রে" (৬।৩) ইতি প্রশ্নে; "স ঐক্ষত" (১।১।১), "স ইমাঁল্লোকানসৃজত" (১।১।২) ইতি ঐতরেয়ে; "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদু-

অনুভাষ্য

নন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি-সকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানম্; এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকং সদসদ্ব্যক্তমন্তর্য্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্।"

শাঙ্কর-বৈদান্তিক সদানন্দ সংক্ষেপে 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে শঙ্কর-মত-তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন। ইহা এক্ষণে শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের অতিমান্য প্রামাণিক আধার। "সচ্চিদানন্দ অদ্বয়বস্তুই ব্রহ্ম; অজ্ঞানাদি সকলজড়সমূহই অবস্তু। 'অজ্ঞান' বলিতে সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্, অনির্ব্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপ যাহা কিছু, সমস্তই বুঝায়। এই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে এক এবং অনেকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি-বিশিষ্ট হইলে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান'-নাম লাভ করে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত হইলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সদসদব্যক্ত, জীবসমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ 'ঈশ্বর' সংজ্ঞা

তত্ত্ব-বস্তু—সূর্য্যসদৃশ, জীব—
তৎকিরণ-কণ ঃ—

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন ।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

জীব—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমৎ-তত্ত্ব ঃ—

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৮ ॥

চিৎ, জীব ও মায়া—এই ত্রিবিধা বিষ্ণুশক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬০)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

র্বভূব" (৩।২) ইতি তলবকারে ;—এবম্প্রকার বহু বহু বেদবাক্য পাঠ করিবামাত্র ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ, সম-রহিত, এক পরতত্ত্ব ভগবান্‌ই প্রতীত হয়। তবে যে "অপাণিপাদঃ" (শ্বেঃ ৩।১৯) ইত্যাদি আকার-নিষেধবাক্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সেই ভগবানের আকার—চিদাকার, তাঁহার দেহ ও তাঁহার বিভূতি—চিদ্বিভূতি, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। আচার্য্যপ্রমুখ মায়াবাদিগণ তাঁহার চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে সত্ত্বগুণের বিকাররূপ 'নিরাকার' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন তিনি, তাঁহার স্থান ও তাঁহার পরিবার, সকলই প্রকৃতির অতীত চিদানন্দস্বরূপ, তখন তাঁহাকে কিরূপে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার বলিয়া উক্তি হইতে পারে? বস্তুতঃ অপ্রাকৃত চিদ্বিভূতিময় তাঁহার আকারও সত্য। এরূপ নিরাকাররূপে বর্ণন করায় আচার্য্যের দোষ কি? যেহেতু তিনি ত' আজ্ঞাকারী দাস ; যথা নারদ পঞ্চরাত্রে—"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" কিন্তু অপর যে ব্যক্তি ওরূপ ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়। বিষ্ণুকলেবরকে 'প্রাকৃত' করিয়া মানার ন্যায় বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না।

১১৬-১১৭। ঈশ্বরের তত্ত্বকে জ্বলিত-জ্বলনের সহিত তুলনা করিলে, অনন্তজীবগণকে তাঁহার স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ তুলনা করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর—চিন্ময়, অসীম, জ্বলিত অগ্নিবিশেষ। অনন্তজীবসকল তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ পৃথক্ তত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। এস্থলে জীবের স্বরূপ গঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। যদি বল, এরূপ চিৎকণগঠনের প্রয়োজন কি? তবে শুন,—ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপশক্তির দুইপ্রকার প্রবৃত্তি—অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বর-স্বরূপও চিজ্জগৎরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব ; এই প্রবৃত্তিকে 'চিৎশক্তি' বলে। অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্তজীব ; এই প্রবৃত্তিকে 'জীবশক্তি' বলে। স্বরূপ-শক্তির যদি এই উভয় বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইত। পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানের শক্তিগত অণুক্রিয়ারূপ জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য্য। অতএব জীবতত্ত্ব হইতেই কৃষ্ণতত্ত্বে শক্তিমত্তা (বিলাস)। জীবতত্ত্ব না থাকিলে কৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইত না। ঈশিতব্যের অভাবে ঈশিতার অভাব হয়।

১১৮। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল-জগৎ ; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গজগৎ। এই অষ্টপ্রকারে

অনুভাষ্য

লাভ করে। 'ঈশ্বর'—সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ'।" ইঁহাদের মতে, ঈশ্বরত্ব প্রাকৃত-সত্ত্বের অজ্ঞানজ বিকারমাত্র। জীব—মলিনসত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-উপাধিবিশিষ্ট।

১১১-১১৩। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৩-৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৫। সবিশেষ তত্ত্ববস্তুই বিষ্ণু। বিষ্ণুর প্রকৃতিই প্রাকৃত জড়-জগতের মূল। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রকৃতি বা মায়াশক্তির বিবর্ত্তবাদ-বিচারে বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমায়া-সম্বন্ধে শাস্ত্র ভূরি বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণু—মায়ার প্রসূত দেব-বিশেষ নহেন। যাঁহারা সেরূপ মনে করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুধারণায় বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাকৃত-দেবপর্য্যায়ে বিষ্ণু কখনই গণিত হইতে পারেন না। যাঁহারা সেরূপভাবে ভ্রান্ত হন, তাঁহারাই বিষ্ণুকে প্রাকৃত দেবতা বলিয়া জানেন। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহাদের ভববন্ধন-মোচনের জন্য বলিয়াছেন,—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।" বিষ্ণু—বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাঁহাকে প্রকৃতিজাত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলে বস্তুনির্দ্দেশ-সম্বন্ধে দৌরাত্ম্য করা হয়—উহাই নিন্দা। বিষ্ণু—অধোক্ষজ বস্তু—তিনি প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। তাঁহার দেহ-দেহীর মধ্যে অদ্বয়জ্ঞান অবস্থিত। প্রাকৃত-বস্তুগুলিতে দেহ-দেহি-ভেদ বর্ত্তমান। প্রাকৃত বস্তুগুলি—ভোগের সামগ্রী, কিন্তু বিষ্ণু নিত্যকাল ভোক্তা। 'ভোক্তা'কে 'ভোগ্য' বলিয়া জ্ঞান করিলে অপরাধ হয় এবং জীবের নিত্যসেব্য-বস্তুকে জীবসাম্যে সেবক-জ্ঞানে পরিচয় দিলে তাঁহার নিন্দাই করা হয়।

আদি, ৭ম পঃ ১১২-১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৫-৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। ইয়ম্ অপরা (অচিৎপ্রকৃতিঃ জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা)। ইতঃ

ঈশ্বরকে জীবের ন্যায় অজ্ঞানময় বোধও মায়াবাদ ঃ—

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব ।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া' ; ইহার নাম 'মায়া-প্রকৃতি'। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী 'পরা-প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে,—ভগবান্ই একমাত্র বস্তু ; তাঁহার একটী 'স্বরূপ' বা 'আত্ম'-শক্তি আছে। সেই স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্প্রায়, অথচ তাহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম 'মায়া-শক্তি'। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়ব্রহ্মাণ্ড—সেই মায়া-প্রসূত। তাহার অতীত—জীবতত্ত্ব। জীবের শুদ্ধসত্তা, শুদ্ধ অহঙ্কার ও মনোবৃত্তি, —সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরা-শক্তি-গঠিত ; অতএব 'জীব'-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না। মায়া-প্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড়-ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য। এই মায়া-সম্বন্ধ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া স্ব-স্বরূপে জীবের অবস্থানকে 'মুক্তি' বলে। মুক্তি হইলে মায়া-নির্ম্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না ; কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে-সকল চিন্ময়ী বৃত্তি আছে, উহারা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব জীব—ভগবানের একটী শক্তিবিশেষ।

১১৯। বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি' ; ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' [ভিন্না] বলিয়া উক্ত হইয়াছে) ; কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া'।

অনুভাষ্য

(জড়প্রকৃতেঃ) অন্যাং পরাং (চিন্ময়ীং) জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে (মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি)। হে মহাবাহো, যয়া (চেতনয়া জীবাখ্যয়া শক্ত্যা) ইদং (জড়ং) জগৎ ধার্য্যতে (স্বভোগ্যায় গৃহ্যতে)।

১১৯। বিষ্ণুশক্তিঃ (বিষ্ণোঃ স্বরূপশক্তিঃ) পরা (চিৎস্বরূপা) প্রোক্তা ; তথা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (জীবশক্তিঃ চ) পরা প্রোক্তা ; অন্যা অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা (কর্ম্ম যস্যাঃ সংজ্ঞা সা) তৃতীয়া মায়াশক্তিঃ ইষ্যতে।

১২০। ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিস্বরূপকে অনির্ব্বচনীয় ও অজ্ঞান-বোধে লিখিতে গিয়া শঙ্কর ঈশ্বরের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদন করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজপাদ 'বেদান্তসারে'—"ননু 'আত্মা বা ইদমগ্র-আসীৎ' ইতি প্রাক্সৃষ্টেঃ একত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্? উচ্যতে,—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইতি। পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতি-পাদ্যতে, ন তু স্বরূপনিবৃত্তিঃ ; 'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি' ইতি তমঃশব্দ-বাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্ম-ন্যেকীভাব-শ্রবণাৎ। পৃথগ্গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ ; স এব লয়-শব্দার্থঃ ; যথা—বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গাঃ, বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ।"

যদি বল, 'জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র আত্মা ছিল' (বৃঃ আঃ ১।৪।১), তাহা হইলে কি-প্রকারে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট নারায়ণের জগতের মূল-কারণত্ব সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, "যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত, যাঁহার দ্বারা পালিত ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়" (তৈ, ভৃ, ১ম অঃ) এই তৈত্তিরীয়-বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভূতসকল তাহাদের স্থূল জড়াকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিজ নিজ বৃত্তি (অবস্থিতি) প্রতিপন্ন করে, তাহাদের স্বরূপ ধ্বংস করে না ;—যেহেতু, অবিনাশী আত্মা তমঃ-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে লীন হইলে প্রকৃতির ব্রহ্মের সহিত অভেদ (একীভাব) হয়। তৎকালে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের পৃথক্ গ্রহণ না হওয়ায় প্রকৃতির সত্ত্ব ব্রহ্মেই অবস্থান করে। 'লয়'-শব্দে এইরূপই বুঝায় ; দৃষ্টান্ত,—যেরূপ, বৃক্ষস্থ পক্ষিগণ বা বনস্থ মৃগগণ বৃক্ষে বা বনে লীন বা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।"

১২১। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবেদব্যাসের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২)এই সূত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া "অস্মিন্নস্য চ

'শক্তিপরিণামবাদ'ই ব্রহ্মসূত্রে স্বীকৃত ঃ—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ ।
'ব্যাস ভ্রান্ত'—বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০-১২৭। জীবতত্ত্ব—শক্তিবিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে 'অণুচৈতন্য'-রূপে সিদ্ধ না করিয়া 'ব্রহ্ম'রূপে সিদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞাক্রমে ঈশ্বরত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপনপূর্ব্বক ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ (শক্তি)-পরিণামবাদ স্বীকৃত। আচার্য্য, পরিণাম-বাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়—এই বিতর্ক উঠাইয়া, পরিণাম-বাদ মানিলে ব্যাসকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এই যুক্তি মনে করিয়া 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" এই ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণাম-বাদকে

গুরুকে ভ্রান্তজ্ঞানে মায়াবাদীর 'বিবর্ত্তবাদ' ঃ—

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥

বিবর্ত্তের আশ্রয় ঃ—

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দোষযুক্ত বিকার-বাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকার-রূপে এইরূপ পরিণাম-বাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। একটী সত্য-তত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্য-তত্ত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্য-বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। 'ব্রহ্ম'—একটী সত্যবস্তু ; তাঁহা হইতে 'জীব'রূপ একটী সত্যবস্তু এবং 'মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড'রূপ একটী সত্যবস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলে। বিকার বা পরিণামের

অনুভাষ্য

তদ্‌যোগং শাস্তি" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ,—"আনন্দময়-বাক্যে 'ব্রহ্ম'-শব্দ সংযোগ না থাকায় তাঁহাকে মুখ্যব্রহ্ম বলা যায় না। আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' বলিলে অবয়ব-সম্বন্ধহেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই বলিতে হয়। কিন্তু 'আনন্দময়' বাক্যের শেষে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম অভিহিত আছে। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় (যে অর্থে চিদ্বিলাসবাদী ভাগবতগণ প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহা) কথিত হইলে তাহাতে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে,—জানা যায় ; কেননা, আধিক আনুসারেই প্রচুর-শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। আনন্দময় 'শুদ্ধ-ব্রহ্ম' নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উক্তি) না করিয়া 'আনন্দমাত্রে'র অভ্যাস করিয়াছেন। যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত, কিন্তু অবয়ব-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে : এইসকল হেতুবশতঃ এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-বিষয়ে আনন্দ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও 'আনন্দমাত্র' ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, 'আনন্দময়' অভ্যস্ত হয় নাই। যদিও "আনন্দ-ময়মাত্মানম্" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দৃষ্ট হয়, তথাপি অন্নময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকতা নিবারিত হইয়াছে। 'আনন্দময়' বাক্যের নিকটেই "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব"—এইরূপ বাক্য থাকিলেও শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দ-ময়ের শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকতা নাই। তৎপরবর্ত্তী "তিনিই রস" ইত্যাদি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উদাহরণ এই যে,—'দুগ্ধ' একটী সত্যপদার্থ, তাহাই 'দধি'রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়—এরূপ সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত

অনুভাষ্য

বাক্যেও তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়-বোধক নহে। "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি প্রকার অবয়ব-বোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, 'আনন্দ'ই মুখ্যব্রহ্ম, 'আনন্দময়' নহে। যদি বল, সবিশেষ ব্রহ্মই ত' উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত? তদুত্তরে,—তাহা বলিতে পার না—তাহা "অবাঙ্মানসগোচর" অর্থযুক্ত শ্রুতিদ্বারা নিরস্ত, অতএব 'আনন্দময়'-শব্দের 'ময়ট্'-প্রত্যয়—বিকারবোধক, প্রাচুর্য্যবোধক নহে।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপে সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় 'ময়ট্' প্রত্যয়টী তুলিয়া দিবার অর্থাৎ উহার বৈয়র্থ্য বা বাহুল্য দেখাইবার জন্য একই বক্তব্য-বিষয়টী ১২-১৯ সূত্রে পুনঃ পুনঃ বলিবার কি প্রয়াসই না করিয়াছেন! এই সম্বন্ধে 'সর্ব্বসংবাদিনী' গ্রন্থে শ্রীমদ্ জীবপ্রভুর উক্তি—"যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা, তৎপ্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তৎ "আনন্দময়"-সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ম্—

'আনন্দময়ঃ' ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি, তথা বিকারসূত্রে (১।১।১৩) চ 'বিকার'-শব্দেনাবয়বঃ, 'প্রাচুর্য্য'-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ম্, তদা সূত্রকার-স্যাশাব্দিকতৈব চ প্রসজ্যেত—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্তত্তদর্থানভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্যশব্দানামনন্তরনির্দ্দিষ্টানামন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি।"

শঙ্করের ভাষ্য পাঠ করিয়া এই ধারণা হয় যে, সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস যে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই যেন তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়, এই জন্য সূত্রকার আচার্য্য শ্রীবেদব্যাসের প্রমাদ মার্জ্জনা করিবার ব্যপদেশে শ্রীশঙ্কর নিজ-চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভঙ্গিক্রমে 'আনন্দময়' সূত্রটীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন—(১) অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ ঃ—

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তি-ক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত,—ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 'উপাদেয়', ব্রহ্ম—'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ, ভূঃ ১ অঃ) এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই 'জগৎ' ও 'জীব'কে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। 'সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, 'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু বটে। এস্থলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব হইবে—এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও

অনুভাষ্য

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিবাক্যে মুখ্যব্রহ্মই 'উপদিষ্ট' ; ১।১।১৩ সূত্রে বিকার-শব্দে 'অবয়ব' এবং 'প্রাচুর্য্য'-শব্দে 'সাদৃশ্য' ব্যাখ্যা করিব। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে সূত্রকারের (ব্যাসের) যে শব্দজ্ঞান ছিল না, তাহারই প্রসক্তি হয় ; যেহেতু, তাঁহার ব্যবহৃত-শব্দদ্বারা বেদান্তের সেই সেই অর্থ হয় না। ময়ট্-প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শব্দসকলের অন্য অর্থই বা কি হইতে পারে? একথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়! অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে 'বিকার' ও 'প্রাচুর্য্যার্থ' ব্যতীত উহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৭০-১৭৫ এবং মধ্য ২৫শ পঃ ৪০-৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২১-১২৬। শ্রীজীবপ্রভু 'পরমাত্মসন্দর্ভে'—(৫৮ সংখ্যায়) "তদ্বাদে হি সর্ব্বমেব জীবাদি-দ্বৈতমজ্ঞানেনৈব স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মণি কল্প্যতে ইতি মতম্। নিরহঙ্কারস্য কেনচিদ্ধর্ম্মান্তরেণাপি রহিতস্য সর্ব্ব-বিলক্ষণস্য চিন্মাত্রস্য ব্রহ্মণস্তু নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং, ন চাজ্ঞান-বিষয়ত্বং ন চ ভ্রমহেতুত্বং সম্ভবতীতি। পরমালৌকিক-বস্তুত্বাদ-চিন্ত্য-শক্তিত্বন্তু সম্ভবেৎ। যৎ খলু চিন্তামণ্যাদাবপি দৃশ্যতে, যয়া ত্রিদোষঘ্নৌষধিবৎ পরস্পরবিরোধিনামপি গুণানাং ধারিণ্যা তস্য নিরবয়বত্বাদিকে সত্যপি সাবয়বাদিকমঙ্গীকৃতং তত্র শব্দশ্চাস্তি প্রমাণম্। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো, ন চান্যেষাং স্তাদৃশঃ স্যুঃ" ইত্যাদিকঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ। " আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-

(২) প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত ঃ—

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা-স্বরূপ জীব ও জগৎকে কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র। তবে যে মাণ্ডূক্য ইত্যাদি বেদে 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি' ও 'শুক্তিতে রজতবুদ্ধি' এইসকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব—শুদ্ধচিৎকণ। মানব-দেহ-বিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই 'বিবর্ত্তের' স্থল। 'বিবর্ত্ত' এইরূপে ব্যাখ্যাত—"অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে 'বিবর্ত্ত' একটী মহাদোষ,—বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধি-দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্ত-দোষকে মূল-বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্য-শক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এইরূপ ভ্রমের উদয় হয়। ভগবান্ যেরূপ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার

অনুভাষ্য

সহস্রশক্তিঃ" ইত্যাদিকঃ শ্রীভাগবতাদিষু। তথা চ ব্রহ্মসূত্রম্ (২।১।২৮)—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি। তত্র দ্বৈতান্যথানুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণ্যজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে, অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্যশক্তি-সদ্ভাবস্য যুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুতত্বাচ্চ দ্বৈতান্যথানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা। ততশ্চাচিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপ-পত্তৌ কারণং পর্য্যবসীয়তে। তস্মান্নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবেন সতো-ঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি, চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন—(ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) "শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ" ইতি। ততস্তস্য তাদৃশ-শক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়া-শব্দস্যেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু 'মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তে অনয়া' ইতি বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচিত্বম্। তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। ** তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমানস্বরূপ-ব্যূহরূপ-দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। ** অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বং শ্রূয়তে। ** পূর্ব্বং খলু বারিদর্শনাদ্ বার্য্যাকারা বৃত্তির্জাতাপি তদপ্রসঙ্গসময়ে সুপ্তা তিষ্ঠতি, তত্তুল্য-বস্তুদর্শনেন তু জাগর্ত্তি, তদ্বিশেষানুসন্ধানং বিনা তদভেদেন স্বতন্ত্রতামারোপয়তি, তস্মান্ন বারি মিথ্যা, ন বা তৎস্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তির্ন বা তত্তুল্যং মরীচিকাদি বস্তু, কিন্তু তদভেদে-নারোপ এব অযথার্থত্বান্মিথ্যা। স্বপ্নে চ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩) "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" ইতি ন্যায়েন জাগ্রদ্-

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একটী সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলেন,—প্রাকৃত জগতে 'চিন্তামণি' বলিয়া একটী নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত-স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃতবস্তুতে

অনুভাষ্য

দৃষ্টবস্ত্বাকারায়াং মনোবৃত্তৌ পরমাত্মমায়া তদ্বস্ত্বভেদমারোপয়তীতি পূর্ব্ববৎ। তস্মাদ্ বস্তুতস্তু ন ক্বচিদপি মিথ্যাত্বম্। শুদ্ধ আত্মনি পরমাত্মনি বা তাদৃশ-তদারোপ এব মিথ্যা, ন তু বিশ্বং মিথ্যেতি। ** কিঞ্চ বিবর্ত্তস্য জ্ঞানাদিপ্রকরণপঠিতত্বেন গৌণত্বাৎ, পরিণামস্য তু স্বপ্রকরণ-পঠিতত্বেন মুখ্যত্বাৎ জ্ঞানাদ্যুভয়প্রকরণ-পঠিতত্বেন সন্দংশন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যাচ্চ পরিণাম এব শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যমিতি গম্যতে।"

(অর্থাৎ) বিবর্ত্তে বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্বরূপে অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অন্য কোনপ্রকার ধর্ম্মরহিত, সর্ব্ববিলক্ষণ, অহঙ্কারশূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞান-বিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রমহেতুত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মবস্তু—পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁহাতে ক্ষুদ্র মানবগণের অচিন্তনীয় শক্তির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মেও অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই অবস্থিত। বাত, কফ ও পিত্ত—ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পরস্পরবিরোধী ধাতুর শোধনের জন্য ঔষধির ব্যবস্থা হয়, সেইপ্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি হইলেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। তদ্বিষয়ে বেদ-প্রমাণ আছে—"সনাতনপুরুষ—বিচিত্রশক্তি-বিশিষ্ট ; অপরের তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই"—ইহা শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও "আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য, সহস্রশক্তিবিশিষ্ট" বলিয়া উক্ত আছে। ব্রহ্মসূত্রেও "আত্মায় এইপ্রকার বিচিত্রতা আছে।" ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনাহেতু কল্পনা করা যাইতে পারে না। "ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিত" এই যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্যে তাঁহাতে দ্বৈতানুপপত্তিও দূরে গিয়াছে। তাহা হইলে অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতোপপত্তির কারণ বলিয়া অবশিষ্ট থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকারবিশিষ্ট না হইয়া সর্ব্বার্থপ্রসবে সমর্থ,

(৩) শক্তি-পরিণত হইলেও স্বয়ং বিকাররহিত ঃ—

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদি এরূপ অবিচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের তদপেক্ষা যে অনন্তগুণবিশিষ্টা একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

অনুভাষ্য

অয়স্কান্তমণি নিজে বিকারবিশিষ্ট না হইয়া অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ব্রহ্মের বিকারযোগ্য শক্তিই বিকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তি থাকায় প্রাকৃতের ন্যায় মায়া-শব্দের ইন্দ্রজালবিদ্যা-বাচকত্বও যুক্ত নহে। কিন্তু, এই মায়াদ্বারা বিচিত্রতা নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচ্যত্বই সিদ্ধ হয়। এজন্য পরমাত্মার পরিণামই যে এই বিশ্ব—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ** অপরিণামী সত্যবস্তুরই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পরিণতি হয়। সন্মাত্রত্ব প্রকাশমান্ স্বরূপেরই বিস্তাররূপ দ্রব্যনামক শক্তি ; সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, পরন্তু স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। যে-প্রকার চিন্তামণি স্বীয় শক্তি পরিচালনা করিয়াও নিজে কোনপ্রকার বিকারান্তর্ভুক্ত হয় না, তদ্রূপ। ** অতএব কেহ কেহ এই বিশ্বের উপাদান 'ব্রহ্ম', আবার কেহ বা বিশ্বোপাদান 'প্রধান' বলিয়া থাকেন, এরূপ শুনা যায়। ** পূর্ব্বে বারি দর্শন করিয়া বারির সম্বন্ধে ধারণা উদিত হইলেও তাহার অপ্রসঙ্গসময়ে সেইভাব নিদ্রিত থাকে, আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরূক হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সহ অভেদ বলিয়া স্বেচ্ছাপর হইয়া আরোপ করিলে বারি মিথ্যা হয় না, অথবা স্মরণময়ী-তদাকারা বৃত্তি মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তু মিথ্যা হয় না ; কিন্তু বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। স্বপ্নেও (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩) "মায়া-মাত্রই সমগ্র অপ্রকাশিত-স্বরূপ"—এই ন্যায়াবলম্বনে জাগরণ-কালের প্রতীত (দৃষ্ট) বস্তুর আকাররূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্ম-মায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে, তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নহে। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা, বিশ্ব মিথ্যা নহে। ** আরও বিবর্ত্তোদাহরণ জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ বলিয়া ও পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য বলিয়া এবং জ্ঞানাদি উভয়প্রকরণে পঠিত বলিয়া সন্দংশ-ন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যহেতু শক্তি-পরিণামকেই শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য বলিয়া জানা যায়।

বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বর-স্বরূপ ঃ—

'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান ।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥

ঈশ্বর-বাচ্য, প্রণব—বাচক ; 'তত্ত্বমস্যাদি'—বেদের একাংশ-দ্যোতক মাত্র ঃ—

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৮-১৩২। বেদের মূলবাক্য—প্রণব, সুতরাং তাহাই একমাত্র ব্রহ্মবাচক মহাবাক্য। 'প্রণব'—ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ, সুতরাং ঈশ্বরের নিত্যনাম। 'সর্ব্ববিশ্বধাম'—সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। তবে যে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "ইদং সর্ব্ব

অনুভাষ্য

১২৮। গীতায়—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।" (৮।১৩) ; "বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ" (৯।১৭) ; "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩)। (ছাঃ উঃ ১।১।১, ১।৪।১)—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি। তস্যোপব্যাখ্যানম্" ; (ছাঃ ১।৫।১—" য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্‌গীথঃ" ; (অথর্ব্বশিখা ২)—"প্রণবঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রণাময়তি নাময়তি, চৈতস্মাৎ প্রণবশ্চতুর্দ্ধাঽবস্থিত ইতি বেদ দেবযোনির্ধ্যেয়াশ্চেতি সংবর্ত্তা সর্ব্বেভ্যো দুঃখভয়েভ্যঃ সংতারয়তি, তারণাৎ তানি সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি ; (মাণ্ডূক্য ১)—"ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বম্, তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যত্রিক-কালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" (তৈঃ, শিঃ, ৮ম অঃ)—"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং ব্রহ্ম। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবাপাপ্নোতি।"

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৪৮ সংখ্যায়)—"শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াৎ তারয়তি, তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।" তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টোঞ্চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য—"ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। অষ্টাক্ষর-স্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে।।" ইতি ; মাণ্ডূক্যোপনিষৎসু (৪।৪-৭) চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।" "প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ। অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ।। সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্।। প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।।" ন তু পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্‌যোগ্যতাসম্ভবাদ্ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি অস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব।"

অর্থাৎ 'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম ; উচ্চারণারম্ভ হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে, এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। [শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের নিজকৃত-টীকার প্রারম্ভে, ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন।] অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষরমন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ংই অষ্টাক্ষরস্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডূক্যোপনিষদেও—"চিদ্দর্শনে যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—'ওঁ' এই অক্ষর।" "ব্রহ্মের আর একটী আবির্ভাব—প্রণব ; তিনি পরমবস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য, পরম ও অব্যয়। তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁ-কারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া মনে করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়মাত্রাহীন হইয়াও অনন্তমাত্রাযুক্ত; তাঁহা হইতেই জড়ীয়দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরমমঙ্গল-স্বরূপ।" এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে, পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে ঐ সকল মঙ্গলবিধান অসম্ভব বলিয়া একটী জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষরমাত্রের ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার; যেহেতু, এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎসম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামি-ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। প্রণব—ঈশ্বরস্বরূপ। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক-নায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।।"

'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন ।
মহাবাক্যে করি' 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

বেদাদি-শাস্ত্রে অভিধা-বৃত্তিতে কৃষ্ণই স্বীকৃত ঃ—

সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥

নিরপেক্ষ শব্দপ্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঃ—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥

শঙ্করের ব্যাখ্যা লক্ষণা-বৃত্তিমূলা, সুতরাং কাল্পনিক ঃ—

এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া ।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া ॥" ১৩৩ ॥

প্রভুর প্রতিসূত্রের শাঙ্করভাষ্য-খণ্ডন ও
সন্ন্যাসিগণের চমৎকার ঃ—

এইমতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

সন্ন্যাসিগণের স্বীকারোক্তি ও সাম্প্রদায়িক ভাব ঃ—

সকল সন্ন্যাসী কহে,—"শুনহ শ্রীপাদ ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সবে জানি ।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তত্ত্ব ইহা মানি ॥ ১৩৬ ॥

প্রভুকে অভিধা-বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ ঃ—

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল ।"
মুখ্যার্থে লাগা'ল প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যা—(১) ভগবান্ কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' ঃ—

"বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্' ।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥ ১৩৯ ॥
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি' ।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদয়মাত্মা", "ব্রহ্মেদং সর্ব্বং" (বৃঃ আঃ ২।৫।১), "আত্মৈবেদ্যং সর্ব্বং" (ছাঃ ৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১, বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যগুলিকে 'মহাবাক্য' বলা একটী বিষম ভ্রম। কেন না, তন্মধ্যে প্রধান-বাক্যরূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী প্রাদেশিক মাত্র ; যেহেতু 'তত্ত্বমসি'-শব্দে যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহা কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ। যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য, সুতরাং 'প্রণব' বই আর কোনটীই 'মহাবাক্য' হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি'কৈ মহাবাক্য বলিয়াছেন। তাদৃশ কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব-ব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ, তখন তাহার শব্দার্থসকলে লক্ষণা যোজনা করাই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র।

অনুভাষ্য

১২৯। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি—ছাঃ উঃ ষষ্ঠ প্রঃ, ৮ম—১৬শ খঃ—"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি" দৃষ্ট হয়। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত চারিটী বৈদিক মহাবাক্যের মধ্যে 'তত্ত্বমসি' একটী।

১৩১। "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।"

১৩২। আদি, ৭ম পঃ ১০৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩৩-১৩৬। মধ্য, ২৫শ পঃ ৪৬-৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৫। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তুমি পূর্ব্বোক্ত যে বিচার দেখাইয়া শঙ্করের অর্থ খণ্ডন করিলে, তাহা নিরর্থক বিবাদ নয়, অর্থাৎ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহাই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করেন।

১৩৮-১৪০। বৃহদারণ্যকে (৫।১)—"পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি বাক্যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বকে বৃহদ্বস্তু বলা হইয়াছে। পুরাণ-সকলে ভগবৎ-শব্দে সেই সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। অতএব বেদে যেখানে যেখানে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি আছে, সেই সেই স্থলে 'শ্রীভগবান্'-শব্দ দিলেই শব্দ চরিতার্থ হয়। অতএব সম্পূর্ণ বেদে ভগবান্‌ই একমাত্র সম্বন্ধ। ভগবান্ নির্ব্বিশেষ গুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিত্য-সবিশেষ। তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলা,—তাঁহার চিচ্ছক্তি না মানা। ব্রহ্ম চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট—সবিশেষ, অতএব অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি হয়।

অনুভাষ্য

১৪০। শ্রীরামানুজপাদ 'বেদার্থসংগ্রহে"—"জ্ঞানেন ধর্ম্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতং, ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ব-শ্রুতেঃ, "পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে", "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি-শ্রুতিশতসমধিগতমিদং জ্ঞানস্য ধর্ম্মমাত্রত্বাদ্ধর্ম্মমাত্রস্যৈকস্য বস্তুত্বপ্রতিপাদনানুপপত্তেশ্চ। অতঃ সত্যজ্ঞানাদিপদানি স্বার্থভূতজ্ঞানাদিবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি। তত্ত্বমিতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বার্থপ্রহাণেন নির্ব্বিশেষবস্তু-স্বরূপোপস্থাপনপরত্বে মুখ্যার্থ-পরিত্যাগশ্চ। ঐক্যে তাৎপর্য্যনিশ্চয়ান্ন লক্ষণা-দোষঃ 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতিবৎ। ** অপিচ অর্থভেদ-তৎ-

(২) শ্রবণাদি সাধন-ভক্তিই উপায় বা 'অভিধেয়' ঃ—

ভগবান্-প্রাপ্তি-হেতু যে করি উপায় ।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায় ॥ ১৪১ ॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম ।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥

(৩) কৃষ্ণপ্রেমাই উপেয়, 'প্রয়োজন' বা পঞ্চম-পুরুষার্থ ঃ—

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ ।
কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৪৩ ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য ঃ—

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম ।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥" ১৪৬ ॥

সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যা-শ্রবণে যতিগণের স্তব ঃ—

এইমত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া ।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥
"বেদময়-মূর্ত্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥" ১৪৮ ॥

তাঁহাদের নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ ঃ—

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক অপরাধ-ক্ষমা ও কৃপা ঃ—

এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

সকলে মিলিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান ঃ—

তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া ।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর ।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১-১৪২। সেই ভগবত্তত্ত্বের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য সর্ব্ববেদে সাধন-ভক্তিকে 'অভিধেয়' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধ সাধনভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হয়।

১৪৬। 'আমি কে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?'—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি?—ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম 'প্রয়োজন'। ব্রহ্মসূত্রে এই তিন অর্থই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

সংসর্গবিশেষ-বোধনকৃত-পদবাক্যস্বরূপতা-লব্ধপ্রমাণভাবস্য শব্দস্য নির্ব্বিশেষ-বস্তুবোধনাসামর্থ্যান্ন নির্ব্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ । নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি শব্দাস্তু কেনচিদ্বিশেষেণ বিশিষ্টতয়াবগতস্য বস্তুনো বস্ত্বন্তরাবগত-বিশেষনিষেধকতয়া বোধকাঃ।"*

১৪৯। কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা—শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। কেহ কেহ ভ্রমবশে ইহার সহিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী, পরে কাম্যবনবাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সাম্যপ্রয়াস করেন। বলাবাহুল্য, প্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী জনৈক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী জীয়ার স্বামী। তিনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', 'রাধারসসুধানিধি', 'সঙ্গীত-মাধব', বৃন্দাবনশতক', 'নবদ্বীপশতক' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। ব্যেঙ্কটভট্ট, তিরুমলয় ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ ইঁহারা তিন ভ্রাতা।

** জ্ঞানদ্বারা, ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় হয়। 'ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানমাত্র', এইরূপ নহে। যদি বল, ইহা কি-প্রকারে অবগত হওয়া যায়? 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্' ইত্যাদি ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-বিষয়ক শ্রুতি, 'এই ব্রহ্মের পরাশক্তি বেদে নানাপ্রকার বলিয়া শ্রুত হইয়া থাকে', 'বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যায়'—ইত্যাদি শতশ্রুতিদ্বারা ইহা সমধিগত হয়। জ্ঞান—ধর্ম্মমাত্র, সেহেতু কেবল একটী ধর্ম্ম-মাত্রেরই বস্তুত্ব (অর্থাৎ কেবল এক জ্ঞানমাত্রেরই ব্রহ্মত্ব) প্রতিপাদন হইলে তাহা সঙ্গত হয় না। অতএব ('সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এইরূপে) সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি পদসকল স্বীয় অর্থভূত জ্ঞানাদিবিশিষ্টকেই ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করে। 'তৎ' ও 'ত্বম্'—এই পদদ্বয়েরও নিজস্ব অর্থ লোপদ্বারা নির্ব্বিশেষ-বস্তুর স্বরূপ স্থাপনপর হইলে মুখ্যার্থ (অভিধা-গত অর্থ) পরিত্যাগ হয়। উহাদিগের একতাৎপর্য্য নিশ্চয় হওয়ায় 'সেই এই দেবদত্ত'-ন্যায়ে লক্ষণা-দোষ হয় না ('একতাৎপর্য্য'-অর্থে ত্বং-পদার্থ রূপ জীবের অন্তর্যামি-সূত্রে সর্ব্বকারণরূপ তৎ-পদার্থ পরব্রহ্মের জীবাত্মাত্বে বিরোধ হয় না)। ** আরও যে, অর্থভেদ ও তাহার সংসর্গবিশেষে প্রকাশিত, পদ ও বাক্যের স্বরূপতা হইতে যে প্রমাণরূপ শব্দ লাভ হয়, তাহাতে শব্দের নির্ব্বিশেষ-বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপনে সামর্থ্য না হওয়ায় নির্ব্বিশেষ বস্তুতে 'শব্দ'-প্রমাণ হয় না, বলিতে হয়। 'নির্ব্বিশেষ' ইত্যাদি শব্দ কিন্তু কোন বিশেষণদ্বারা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত বস্তুর সম্বন্ধে অন্য অবগত বস্তুর বিশেষের নিষেধকতা মাত্র জ্ঞাপন করে।*

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু ইঁহাকে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতুর্ম্মাস্য-কালে রামানুজীয় সম্প্রদায়স্থ দেখিয়াছিলেন। আবার তাঁহার ১৪৩৫ শকাব্দায় কাশীতে তাঁহাকে শাঙ্কর-সম্প্রদায়স্থ দেখা অযৌক্তিক। শ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—১৪৯। "কেহ কেহ মায়াবাদী কাশীবাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপনে প্রয়াস পা'ন ; আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রকাশানন্দ-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে,—"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ভক্তিমুখে ভাসে লই সর্ব্ব অনুচর।। গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই' বরাহ-ঈশ্বর। বেদপ্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর।। কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।। বাখানয়ে—বেদ মোর, বিগ্রহ না মানে।"

"এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া (শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টাদি) ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দপাদকে দেখিতে পান। তাঁহারা তৎকালে 'শ্রী'-সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব ; সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নিত্য শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক ; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী। এই দুই ব্যক্তিকে এক করিবার চেষ্টা বা সাম্যপ্রয়াস—বাতুলতা মাত্র। ** শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুলচূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়জনক বৈষ্ণবাপরাধ হয়। ** শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপালভট্টদ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায় ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমানকালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে।" ('শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থের শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ-কৃত 'ভূমিকা')

কেহ কেহ স্বীয় অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিতে 'ভক্তমাল'-নামক সহজিয়া-গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়া থাকেন, মহাপ্রভুই স্বয়ং শ্রীপ্রকাশানন্দের নাম 'প্রবোধানন্দ' রাখিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ উক্ত বাক্যের অপ্রামাণিকতা আরও পরিস্ফুট করিতে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-নামক এক অবৈধ-গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া থাকেন,—যেখানে কাশীতে প্রকাশানন্দ নয়, প্রবোধানন্দেরই উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। অথচ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কাশীতে প্রবোধানন্দ-উদ্ধার বা প্রকাশানন্দের কোন নাম-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ঘুণাক্ষরেও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ যেস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ ও মধ্যখণ্ড ২৫শ পরিচ্ছেদে দুইবার 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ সেস্থলে ঐ প্রকার বক্তব্যের সামান্যতম আভাসও দেখা যায় না। অপরদিকে উক্ত গ্রন্থে—"শুনি' মহাপ্রভু কহে,—শুন, দবিরখাস। তুমি দুইভাই মোর পুরাতন দাস।। আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ'-'সনাতন'।" (মধ্য ১।২০৭-২০৮)—এইরূপে শ্রীরূপ-সনাতনের ক্ষেত্রে নাম-পরিবর্ত্তনের উল্লেখ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। সেস্থলে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' দুইবার সবিস্তারে বর্ণনাকালেও তাঁহার নাম-পরিবর্ত্তন একটী পয়ারেও প্রকাশিত না থাকায় প্রকাশানন্দের প্রবোধানন্দে রূপান্তরের কল্পনা নিতান্তই নিরর্থক। কেহ বলেন,—শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ দৈন্যবশতঃ তাঁহার বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করায়, ঐ নাম উল্লেখিত হয় নাই। উক্ত নিষেধাজ্ঞা সন্দেহ নাই সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রীপ্রবোধানন্দই পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ হইয়া থাকিলে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার'-প্রসঙ্গ তাহা হইলে প্রবোধানন্দ-সম্বন্ধেই হওয়ায় গ্রন্থকার তাহা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিতেন। যদি বল, উক্ত উদ্ধার-লীলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অবশ্য উল্লেখ্য, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সে-সময় প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে তাহা উক্ত উদ্ধার-লীলারই অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়ায় তাহা কখনই অপ্রকাশ্য হইতে পারে না।

শ্রীপ্রকাশানন্দের উদ্ধারের পর মহাপ্রভুর তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণও নিতান্তই কল্পনাভিত্তিক। প্রকাশানন্দ-উদ্ধারকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভু কাশী হইতে পুরী যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে বৃন্দাবনে গমনের আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত উক্ত 'উদ্ধার-লীলা'য় দুইস্থলেই দেখা যায়।—"লোক-নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন। বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন।।" (আদি ৭।১৬০) ও "সনাতনে কহিলা—তুমি যাহ বৃন্দাবন।" (মধ্য ২৫।১৭৫)। সেস্থলে মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিবার পর বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া থাকিলে তাহা গ্রন্থকারের গোপন করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বরং উক্ত প্রসঙ্গ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শ্রীপ্রকাশানন্দ তাঁহার সেই সজাতীয় শিষ্যগণ লইয়া গৌরপ্রেমে প্লাবিত হরিকীর্ত্তন-মুখর 'দ্বিতীয় নদীয়া নগর'-রূপে পরিণত সেই কাশীতেই পরমসুখে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনাতেই মগ্ন হইয়াছিলেন—"সব কাশীবাসী করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।। **সন্ন্যাসী, পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।** বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার।। **বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর।।**" (মধ্য ২৫।১৫৮-১৬০)। সুতরাং সেস্থলে শ্রীতপনমিশ্রাদি গৌরভক্তগণের ন্যায় শ্রীপ্রকাশানন্দেরও কাশী-ত্যাগের কোন কারণ ছিল না।

কেহ কেহ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক ও বিশেষতঃ তাঁহার 'রাধারস-সুধানিধি'-গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে জ্ঞানমার্গ তথা মায়াবাদের উল্লেখহেতু বিচার করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বে কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ মহিমা অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে বিচার করিতে গিয়া কর্ম্মমার্গের, যোগমার্গের, স্বর্গাভিলাষের, শাস্ত্রাভ্যাসের

প্রভুর বদান্যলীলায় ভক্তগণের আনন্দ ঃ—

চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, আর সনাতন ।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী ।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর পদার্পণে কাশী ধন্যা ঃ—

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভু-দর্শন ঃ—

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥
স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে ।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥

হরিকীর্ত্তন করাইয়া প্রভুর লোকোদ্ধার ঃ—

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি ।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর কাশীত্যাগ ও শ্রীসনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ঃ—

লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন ।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥
রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল ।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥

পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রভুর জগদুদ্ধার ঃ—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

স্বয়ং এবং প্রচারকগণদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র নামপ্রেম প্রচার ও লোকোদ্ধার ঃ—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে ।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চতত্ত্ব-ব্যাখ্যা-শ্রবণে গৌরতত্ত্ব-জ্ঞানলাভ ঃ—

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥

অনুভাষ্য

১৬৪-১৬৭। কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র সকলকে নিস্তার করিবার উদ্দেশে উত্তর-পশ্চিমদেশে মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপ-সনাতনদ্বারা, গৌড়-বঙ্গদেশে শ্রীনিত্যানন্দদ্বারা এবং স্বয়ং দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুত্রকলত্রাসক্ত বিষয়িগণের, 'অহং ব্রহ্ম'বাদিগণের, তপস্বীদিগের, গয়ার কর্ম্মকাণ্ডের, কাশীর জ্ঞানকাণ্ডের প্রভৃতির তুচ্ছত্ব দেখাইয়াছেন। কখনও বা তিনি নিজকে উক্ত ভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত আচরণাদিতে নিমগ্ন ও গৌরপ্রেম হইতে বঞ্চিত বলিয়া হৃদয়বিদারক নানা আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া এবং সরলান্তঃকরণের অভাবহেতু তাঁহারা উক্ত গ্রন্থকারকে শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত মার্গের নিন্দা করিতে দেখিলেও যখনই জ্ঞানমার্গের কথা নিন্দামুখে উল্লেখ করিতে দেখিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে মায়াবাদীর কাঠগড়ায় আবদ্ধ করিয়া কাশীর প্রকাশানন্দ-রূপে চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা এইপ্রকার আত্ম ও পরবঞ্চক!

'রাধারস-সুধানিধি'-গ্রন্থের অন্তিমশ্লোকে গ্রন্থকার মায়াবাদ-তাপসন্তপ্ত হৃদয়কে রাধারস-রূপ সুধানিধি (চন্দ্র)-দ্বারা শীতলকারী গৌরসিন্ধুর জয়গান করিয়াছেন—"স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদতাপ-সন্তপ্তম্। হৃন্নভ উদশীতলয়দ্ যো রাধারস-সুধানিধিনা।।" 'মায়াবাদ-তাপসন্তপ্তম্'—ইহাতেই নাকি গ্রন্থকারের পূর্ব্ব 'কাশীবাসী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ'-পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে—যাহাতে বিশেষভাবে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আদৌ প্রকাশানন্দের নিকট মহাপ্রভুকে 'রাধারস'-সম্বন্ধীয় কোন আলোচনাই করিতে দেখা যায় না। প্রবলভাবে নির্ব্বিশেষবিচারগ্রস্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীবর্য্যের নিকট মহাপ্রভু কেবল ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য খণ্ডনপূর্ব্বক প্রকৃত ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবতকেই স্থাপন করত সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকলেরও ঊর্দ্ধে যে পরমনিগূঢ় 'রাধারস'-সম্পুট, তাহার উদ্ঘাটন করেন নাই। প্রকাশানন্দ উদ্ধারের পর মহাপ্রভু মাত্র পাঁচদিন অবস্থান করিয়া পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন—"এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া। আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা।।" (মধ্য ২৫।১৭০)। তৎপশ্চাৎ উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের আর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রকাশানন্দের মায়াবাদ-সন্তপ্ত হৃদয় গৌরপ্রসাদে শীতল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই 'রাধারস'-বশতঃ নহে। অপরদিকে, মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে দীর্ঘ চাতুর্ম্মাস্যকাল অবস্থানপূর্ব্বক ব্যেঙ্কটভট্ট, ত্রিমল্লভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের নিকট ভগবানের ঐশ্বর্য্যবিচার

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণং নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

অপেক্ষা মাধুর্য্যবিচারের পরাকাষ্ঠা তথা গোপিকাগণের অপার মহিমা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধারই কৃষ্ণবশীকারিত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা হইতে ক্রমশঃ গোপীনাথ তথা রাধানাথ-কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত করাইয়াছিলেন। তৎকালে মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও জীবের নিত্য বিষ্ণু-সেবকত্বের পরিচয় অস্বীকারদ্বারা শ্রীবিষ্ণুসেবা-বিনাশকারী মায়াবাদের যে ভীষণ প্রবলতা ছিল, এবং তাহাতে শ্রীনারায়ণ-সেবানিষ্ঠ প্রবোধানন্দপাদের যে-হৃদয় সতত সন্তপ্ত হইত, তাহা শ্রীগৌরসিন্ধু হইতে উদিত শ্রীরাধারস-চন্দ্রের কিরণে অর্থাৎ শ্রীরাধার বিষ্ণুসেবাচেষ্টার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে পরমশীতল হইয়াছিল—ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুতরাং কোনপ্রকারেই কাশীর শ্রীপ্রকাশানন্দ ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দকে একীকরণের প্রয়াস সিদ্ধ হইতে পারে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নামাপরাধীর সাত্ত্বিক বিকারাদি কেবল ছল-মাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করিয়াছেন। তখন তাঁহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়। শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হইতে বাকী ছিল, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায়, শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরের ইচ্ছায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও যোগ্যতা-লাভ ঃ—

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥
মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥

পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য না মানিয়া পৃথক্ বুদ্ধিতে গৌর বা কৃষ্ণপূজা ঘোর অপরাধ ঃ—

এ-সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ-লিখনরূপ নৃত্যকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি।

৭। এই সব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না।

অনুভাষ্য

১। যদিচ্ছয়া (যৎ যস্য চৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া) অয়ম্ (অহং কৃষ্ণদাসঃ) জড়োঽপি (জড়সদৃশোঽপি) লেখরঙ্গে (গ্রন্থরচন-ক্রীড়াকার্য্যে) প্রসভং (হঠাৎ) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং যথা স্যাৎ তথা) নর্ত্ততে, তং [কৃপাময়ং] ভগবন্তং চৈতন্যদেবম্ [অহং] বন্দে (প্রণমামি)।

৭। তারে—তাহার প্রতি।